

পাকিস্তানবিরোধী প্রচারে যোগ দিচ্ছেন তৃণমূলের ইউসুফ পাঠান!



নয়াদিল্লি, ১৮ মে : বিশ্বের মধ্যে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। ভারতের সরকার পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং তাদের অবৈধ মদতের বিষয়টি বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তুলে ধরতে কয়েকটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব দলের নেতৃত্বে থাকবেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাংসদরা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পাকিস্তান যে ভারতসহ অন্যান্য দেশগুলিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তা সারা বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করা হবে। এই দলে একটি বিশেষ দায়িত্বের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতীয় সরকারের তরফ থেকে তাকে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের অংশ হতে বলা হয়েছে, এবং আগামী ২১ মে বিকেলে ওই দলটি বিদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। পাকিস্তানের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং তাদের আন্তর্জাতিক মদত দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভারত বহুবার প্রতিবাদ জানালেও, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা এখনও অর্জিত হয়নি। তবে, পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান সম্পর্কে ভারতীয় অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। ভারত এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের সন্ত্রাসী মদত দেওয়ার প্রমাণ তুলে ধরতে দৃ়। প্রতিজ্ঞা এজন্য কেন্দ্র সরকার একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। এদের মধ্যে শাসক এবং বিরোধী দলের সাংসদরা সবাই অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই দলে শাসক দল বিজেপির সাংসদদের পাশাপাশি বিরোধী দলের নামী নেতারাও থাকবেন, যা সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তান বিষয়ে ভারতের শক্ত অবস্থান প্রদর্শন করবে। ইউসুফ পাঠানও এই দলের অংশ হতে যাচ্ছেন, এবং তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজ্জি। ইউসুফ পাঠান এই প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তার দলীয় নেতৃত্বের অনুমোদন লাভ করেছেন। পাকিস্তানের কুর্কীর্তি বিশ্বশাসীর সামনে তুলে ধরার যোগ্য হিসেবেই ইউসুফ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ৭টি আলাদা প্রতিনিধিদলে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্র সরকার। এর মধ্যে একজন নেতা হিসেবে ইউসুফ পাঠান থাকবেন সঞ্জয় ঝাঁ-এর নেতৃত্বাধীন দলের মধ্যে। এই দলের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিচয় দান এবং তাকে বিশ্বের সামনে প্রকাশ্যে আনা।

চিন্ময় প্রভুকে জেলে গিয়ে জেলার নির্দেশ আদালতের



ঢাকা, ১৮ মে : চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা ও র‍্যপ্ত্রদ্রোহ মামলায় সনাতনী জাগরণ ফোর্সের মুখপত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে জেলে গিয়ে দু’দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন মামলার তদন্তকারীরা। রবিবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এই নির্দেশ দিয়েছে চট্টগ্রাম আদালত। এদিন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দিন পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেন। চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সদস্য ও সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট মহম্মদ রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী বলেন, মামলার তদন্ত অধিকারিকরা চিন্ময় প্রভুকে পৃথকভাবে দুই মামলার জন্য ২ দিন ধরে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। অর্থাৎ তার জেলমুক্তির আশু কোনো সম্ভাবনা নেই, তা স্পষ্ট। দেশদ্রোহ মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে চট্টগ্রামের কারাগারে বন্দি আছেন। একসময় তিনি ইসকনের শীর্ষ পর্যায়ের দায়িত্বে থাকলেও এখন সেখান থেকে বহিস্কৃত। গত বছরের ২৬ নভেম্বর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা শাখার সদস্যরা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া র‍্যপ্ত্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হয় চিন্ময় কৃষ্ণকে। আদালত জামিন না মঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এনিজে বিক্ষোভ করেন ইসকন তত্ত্বাব্বা। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় বিক্ষোভকারীরা। ওইদিন দুপুরের পর বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এর পাশাপাশি একই ঘটনায় পুলিশ-সহ ভুক্তভোগীরা বাদী হয়ে আরও চারটি মামলা দায়ের করে কোতোয়ালি থানায়। এই পাঁচটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে চিন্ময় দাসের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে বলে দাবি পুলিশ। এরপর তদন্ত অধিকারিকদের পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ওই মামলাগুলিতে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেয় আদালত। তাই দেশদ্রোহ মামলায় তাঁর জামিন মিলেও হতামামলায় এখনও জেলবাণ্ডি বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। আইনি প্রক্রিয়া যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে আপাতত মুক্তির সম্ভাবনাও নেই।

অবৈধ বহুতল নির্মাণে শোকজ নোটিস মিঠুন চক্রবর্তীকে

মুম্বাই, ১৮ মে : অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী বর্তমানে বড়সড় এক আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। মুম্বইয়ের মাধ এলাকায় অবস্থিত তার একটি বহুতল নির্মাণকে ঘিরে সম্প্রতি বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ, ওই বহুতলের নিচতলায় যেসব নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলির জন্য বহুমুখ্যই পুরনিগম থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। ফলে পুরনিগম তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস জারি করেছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মুম্বইয়ের মাধ এলাকার ইরাসেল গ্রামে হীরাদেবী মন্দিরের কাছে একটি বহুতলের নিচতলায় কাঠ, ইট ও কাচ দিয়ে কিছু নির্মাণ কাজ হয়েছে। অভিযোগ, এই কাজগুলো পুরনিগমের কোনওরকম ছাড়পত্র ছাড়াই করা হয়েছে। শুধু মিঠুন নন, ওই এলাকায় প্রায় ১০০টি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করা

হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বাংলােও রয়েছে। মিঠুন চক্রবর্তীকে পাঠানো শোকজ নোটিসে জানানো হয়েছে, সাত দিনের মধ্যে তাঁকে লিখিতভাবে উত্তর দিতে হবে। কেনে অনুমতি ছাড়া নির্মাণ করা হয়েছে, ওই অংশ কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে-এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর না দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরনিগম সূত্রে খবর, উত্তর সন্তোষজনক না হলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জবাব না এলে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি জরিমানা বা আইন অনুযায়ী কারাদণ্ডের মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে। তবে এই অভিযোগের জবাবে মিঠুন নোটিস হয়নি। অনেকেরই এই ধরনের নির্মাণ পেয়েছেন। জবাব নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। তাঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি বিষয়টি নিয়ে

খুব একটা বিচলিত নন এবং নিয়ম মেনেই পুরনিগমের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এটা প্রথমবার নয়, যখন



মিঠুন চক্রবর্তী আইনি জটিলতায় পড়লেন। এর আগেও তিনি রাজনৈতিক মন্তব্যের কারণে বিতর্কে

জড়ান। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক সভায় বিজেপি নেতা অমিত শাহের উপস্থিতিতে তিনি

বলেন, এখানকার এক নেতা বলেছিলেন, হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব।

উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী

শিল্লোন্নয়ন থেকে জনসংযোগ- তিন দিনের ঠাসা কর্মসূচি

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ১৮ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন।



১৯ মে থেকে শুরু হতে চলা এই সফরে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং শিল্লোন্নয়ন, জনসংযোগ ও সরকারি পরিষেবা সরাসরি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। তাঁর সফরসূচিতে রয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সভা, সরকারি প্রকল্প বিতরণ অনুষ্ঠান এবং উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক-সব মিলিয়ে এক ব্যস্ত ও তাপর্ণপূর্ণ কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি হয়েছে। সোমবার, ১৯ মে, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বিমানে উত্তরবঙ্গে পৌঁছেন। সফরের প্রথম দিনেই তিনি অংশ নেন এক গুরুত্বপূর্ণ ‘বিজনেস মিট’-এ। এই সভায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিটের মূল লক্ষ্য-উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে রাজ্যের সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন

পরিষেবার বিতরণ নয়, সরকারের সঙ্গে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ। গাে তোলে-যা তৃণমূল সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। বুধবার, ২১ মে মুখ্যমন্ত্রী একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেবেন। এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সেচ ও অন্যান্য দফতরের অধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, প্রশাসনিক সমস্যা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনস্বার্থমূলক কাজের মূল্যায়ন হবে। বিশেষভাবে পর্যটন, চা শিল্প, সড়ক পরিকাঠামো, বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত ইস্যু এই আলোচনায় উঠে আসতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। এই তিন দিনের সফর রাজ্যের রাজনৈতিক কৌশলের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ বরাবরই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল। একদিকে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং শিল্পবিনিয়োগে জ্বোর-সবদিকেই নজর দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন, প্রশাসন আরও সক্রিয়ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াক এবং উন্নয়ন বাস্তবিকভাবে দৃশ্যমান হোক। এই বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই এবার এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। সবমিলিয়ে, এই সফর কেবল প্রথাগত নয়, বরং একটি রূপান্তরকামী উদ্যোগ, যা উত্তরবঙ্গের ভবিষ্য পরিকল্পনায় নতুন দিশা দেখাতে পারে।

বিকাশ ভবনে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পুলিশকে মারধর! এসএসসির চাকরিহারাদের পুলিশি তলব

দুরন্ত বাতা, বিধাননগর, ১৮ মে : এবার চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের পুলিশ তলব করল। ২১ মে সকাল ১১টায় বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চাকরিহারাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, পুলিশকে মারধর-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রজু করা হয়েছে। সেই সূত্রেই এই তলব বলে মনে করা হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে রীতিমতো উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অফিস চক্রর ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিহারারা।

ভবনের কর্মীদের আটকে রাখা, হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। পাল্টা ‘চালাি ও বলপ্রয়োগ’ করে পুলিশও। চাকরিহারাদের ‘তাণ্ডবের’ ঘটনায় এবার তাঁদের থানায় ডাকা হল। এসএসসি ২০১৬ সালের



পুলিশ তাঁদের বার করার সময় বাধা দেন শিক্ষকরা। তখনই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। পুলিশকে বলপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। এদিন রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, ৭ ঘণ্টা ধরে পুলিশ বুঝিয়েছে। বিকাশ ভবনে ৫৫টি দপ্তর, ৫০০-৬০০ কর্মী রয়েছেন। একজন সন্তানসন্তবা অসুস্থ বোধ করেছিলেন। কারও মা অসুস্থ। সন্দের পর তারা বেরতে চান। কিন্তু আন্দোলনকাারীরা তাদের বেরতে বাধা দেন। তাঁদের বের করতে গেলে বাঁধার মুখে পড়ে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

যা করা হয়েছে সমস্টটাই প্রোটেকল মেনে। বিক্ষোভ চলাকারীরা আন্দোলনকারীরা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে, পুলিশকে মারধর করে বলে অভিযোগ। সেই সূত্রেই পুলিশি তলব।

শুভেন্দুর অভিযোগ

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ১৮ মে : রাজ্যে শুধু একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা হিন্দুদের উপর বার বার এই ধরনের আক্রমণের ঘটনা দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর সরাসরি আঘাত হানছে। রবিবার এক্সবার্ভার্স এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লিখেছেন, গতকাল রাত্রে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার রতুয়া’য়, কিছু চরমপন্থী জেহাদি, হিন্দুদের উপর আবারও একটি পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে। নিম্নায়মাণ একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই হামলা চালানো হয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ধর্মান্চরণ করাটাই এখন ‘অপরাধ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা অত্যন্ত উদ্বেগের। কালকের ভয়াবহ হামলায় নির্বিচারে ইট ও পাথর ছোঁড়া হয়, যার ফলে এলাকায় ভয় ও বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। ঘটনার সময় পুলিশ সেখানে অনুপস্থিত ছিল। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে প্রশাসনের এই উদাসীনতা অত্যন্ত উদ্বেগের। হামলার সময়ে একাধিক দোকান ও ঘরবাড়ি লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে। অশোক ঘোষ-এর মুদি দোকান ভাঙচুরের পর তা লুটপাট করা হয়েছে। কল্যাণ সাহা-র দোকান এবং তার দোকানো থাকা জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে। তার বাড়ি এবং বাঞ্ছিত গাড়িটিও ভাঙচুর করা হয়েছে। শেখর সাহা-র দোকান এবং সেখানে থাকা নগদ টাকা লুট করা হয়েছে। পাশেই একটি সারেরে দোকান ছিল সেটিও লুট করা হয়েছে। বিনয় সাহা-র বাড়ির দরজা ইট-পাথর দিয়ে ভাঙ্গা হয়। ঘটনাস্থলে থাকা একটি ট্রাটো (ই-রিক্সা) সম্পূর্ণভাবে ভাঙচুর করা হয়। একটি স্থানীয় চায়ের দোকানও ভাঙচুর করা হয়।

ভারতে তিন সন্ত্রাসী হামলার মাস্টারমাইন্ডের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : অজ্ঞাত বন্দুকবাজের গুলিতে পাকিস্তানে খতম ভারতের মোস্ট ওয়াণ্টেড লন্সর জঙ্গি সইফুল্লা খালিদ। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এলোপাখাডি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তার। ভারতের মালিতে ৬টি বই জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিল এই সইফুল্লা। কে বা কারা এই জঙ্গিকে হত্যা করল তা জানা না গেলেও, মোস্ট ওয়াণ্টেড এই জঙ্গির মৃত্যু ভারতের জন্য যে স্বস্তির খবর তা বলায় অপেক্ষা রাখে না। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে নেপালে লন্সরের সংগঠন বাড়ানোর দায়িত্বে ছিল এই সইফুল্লা। সেখান থেকেই ভারতের একের পর এক জঙ্গি হামলা চালায়। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নেপালে এই জঙ্গির অবস্থান জেনে যাওয়ায় সম্প্রতি সেখান থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসে। লন্সর জঙ্গি গোটা ও পাক সেনা তাকে সিন্ধে গা ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তবে এতকিছুর পরও অবশ্য অজ্ঞাতপরিচয়ের হাতে মৃত্যু হল এই জঙ্গির। জানা যাচ্ছে, রবিবার দিনদুপুরে সিন্ধের মলতি ফলকারা চক এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় কেউ গুলিতে বাঁজরা করে দেয় সইফুল্লাকে।

বিচারপতিরা প্রটোকল ভঙ্গ করা নিয়ে মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

মুম্বাই, ১৮ মে : ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই আজ তাঁর নিজের রাজা মহারাষ্ট্র সফরের সময় প্রটোকল লঙ্ঘনের বিষয়ে সন্তুষ্টভাবে নির্বাহী বিভাগের প্রতি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, যদি বিচারপতিরা প্রটোকল ভঙ্গ করতেন, তাহলে আর্টিকল ১৪২ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেত, যা সূপ্রিম কোর্টকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে। গত মাসে দেশের শীর্ষ বিচারক পদে দায়িত্ব গ্রহণকারী এবং দ্বিতীয় দলিত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত গাভাই মুম্বইয়ে একটি সম্মাননা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং পরে বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্মৃতিসৌধ চৈত্যা ভূমি পরিদর্শন করেন। মহারাষ্ট্র ও গোয়া বার কাউন্সিল



আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় প্রধান বিচারপতি তিনজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা-মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিব, পুলিশ মহাপরিচালক এবং মুম্বাই পুলিশ কমিশনারের অনুপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ-বিচারব্যবস্থা, আইনসভা এবং নির্বাহী-সম্মান। প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অন্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যখন মহারাষ্ট্রের একজন ব্যক্তি ভারতের প্রধান বিচারপতি হন এবং প্রথমবার মহারাষ্ট্র সফরে আসেন, তখন মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিব, পুলিশ মহাপরিচালক বা মুম্বাই পুলিশ কমিশনার যদি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন মনে না করেন, তাহলে তাঁদের এটি নিয়ে ভাবতে হবে। প্রটোকল কোনো নতুন বিষয় নয়, এটি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের আরেকটির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। আরও বলেন, যখন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রথমবার রাজ্যে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়, তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন করতেন, তাহলে আর্টিকল ১৪২ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যেত। এগুলো ছোট বিষয় মনে হতে পারে, কিন্তু জনগণকে এ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। প্রধান বিচারপতি যখন চৈত্যা ভূমি পরিদর্শনে যান, তখন মহারাষ্ট্রের মুখ্য সচিব সূজাতা সাউনিন, পুলিশ মহাপরিচালক রশ্মি শুক্লা এবং মুম্বই পুলিশ কমিশনার দেনেন ভাটী উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের পর তাঁরা উপস্থিত হন। চৈত্যা ভূমিতে প্রশ্ন করার সময় তিনি বলেন, আমি প্রটোকল নিয়ে বেশি চিন্তিত নই, আমি কেবল যা চেষ্টেছি তাই বলেছি। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, বিশেষ করে আর্টিকল ১৪২-এর উল্লেখ, তাৎপর্যপূর্ণ একটি তালিম্নানুসৃত্ত মামলায় সূপ্রিম কোর্টে একটি ঐতিহাসিক রায়ের প্রেক্ষাপটে এসেছে। এই রায়ে আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার পাস করা বিল অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই রায়ের পর কিছু মহল থেকে বিচারব্যবস্থার অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে।

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা নয়, চলবে সংঘর্ষবিরতি, জানালো সেনা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সংঘর্ষবিরতি শুরু হয়েছে, সেটা আপাতত চলবে। নতুন করে পাকিস্তানের ডিজিএমওর সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা বৈঠক করবেন না। ভারতের ডিজিএমও জানিয়ে দেওয়া হল সেনার তরফে। গত ১২ মে শেষবার পাকিস্তানের ডিজিএমওর সঙ্গে কথা হয় ভারতের ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের। সেদিন দুপক্ষের আলোচনায় সংঘর্ষবিরতির মোয়াদ বাড়ানো হয়। মনে করা হচ্ছিল, রবিবার হয়তো ফের দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হবে। তবে ভারতীয় সেনা জানিয়ে দিল, রবিবার নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। আপাতত সংঘর্ষবিরতি চলবে। ১২ মে আলোচনাতেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, এই সংঘর্ষবিরতির নির্দিষ্ট কোনও মেয়াদ বেঁধে দেওয়া হয়নি। আপাত দুপক্ষের কেউই এই চুক্তি লঙ্ঘন করবে না। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতে চলা জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছিল ২৬ জনের। এই হামলায় প্রত্যক্ষ মদত ছিল পাকিস্তানের। হামলার দায়ও নেয় লন্সর ই তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। এই অবস্থায় পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসের অঁড় ভাঙে যখন হামলা চালায় ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ১৮ জায়গায় জঙ্গিদের হেড কোয়ার্টার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেনা ও আইএসআই লালন করছিল এই সন্ত্রাসের কারখানা। সেই ঘটনার পর পাকিস্তানের হামলা ও পাল্টা হামলার পর বর্তমানে যুদ্ধবিরতি চলছে দুই দেশের মধ্যে। গত ১০ মে এই সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন বিদেশ সচিব বিক্রম জরিন। সেই সময়ই হটলাইনে কথা হয়েছিল দুই দেশের ডিজিএমওর। এরপর ১২মে ফের কথা হয় তাদের। সেদিনের আলোচনা মতো আপাতত সংঘর্ষবিরতি চলছে। যদিও সংঘর্ষবিরতি শুষ্কর পরও তা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। সেই সময় ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সেনা কমান্ডারদের তা প্রতিহত করতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরও জানান, পাকিস্তান চুক্তিভঙ্গ করতে থাকলে এক বিন্দু জমিও ছাড়বে না ভারত।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটে কোপ ১১ দফা শর্ত আইএমএফ-র

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ঋণ মঞ্জুর হলেও পাকিস্তানের গলায় বেল্ট পরিয়ে খুঁটিতে বাঁধল আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল বা আইএমএফ। বরাদ্য ঢাকা পাকিস্তান আগের মতোই কুরুর্মে ব্যবহার করতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে ১১ দফা শর্ত চাপাল আইএমএফ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে ওই আন্তর্জাতিক সংস্থার তরফে। ফলে চাইলেও তা বাড়তে পারবেন না শাহবাজ শরিফ, আসিফ মুনিররা। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানকে ৮৫০০ কোটির ঋণ দিয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল আইএমএফ। ভারতের তরফে এই ঋণের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তি দেওয়া হয়, পাকিস্তান এর আগেও বারবার আইএমএফের থেকে ঋণ নিয়েছে। কিন্তু সেই অর্থে সংস্কারের তেমন কিছুই করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ওই বিপুল অর্থ সন্ত্রাসে মগ্ন তিতে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং ঋণ না পেলে সেটা ব্যাহত হবে। তবে আমেরিকা-সহ বেশকিছু দেশের সমর্থনে এই ঋণ পেয়ে যায় পাকিস্তান। তবে এই ভিখারির দেশ যে সুবিধাজনক নয় তা বুঝতে পেরে ১১ দফা শর্ত চাপানো হয়েছে আইএমএফের তরফে। পাকিস্তানের অর্থনীতিকে শ্রীবৃদ্ধির জন্য চাপানো উল্লেখযোগ্য এই শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে, গতকালি অর্থের ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি টাকার নতুন বাজেটের সংসদ অনুমোদন, বিদ্যুৎ বিল ও ঋণ পরিষেবার ক্ষেত্রে সারচার্জ বৃদ্ধি এবং তিন বছরের বেশি পুরনো গাড়ি আমদানির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া। পাশাপাশি ২০২৭ সালের মধ্যে সমস্ত আর্থিক পরিকল্পনা জনসমক্ষে আনতে হবে পাকিস্তানকে। বরাদ্দ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না সেই রিপোর্ট দিতে হবে যাতে কোনওভাবেই এই টাকা অন্য কোনও খাতে ব্যবহৃত না হয়। এছাড়া আইএমএফের প্রতিবেদনে আগামী অর্থবছরের জন্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেট ২.৪ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি টাকা রাখা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের পর নিজেদের প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ করার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবে আইএমএফের নির্দেশ অনুযায়ী শাহবাজ শরিফের সরকার তা আর বাড়তে পারবে না। এই ১১ শর্তের পাশাপাশি পূর্বে চাপানো ৫০টি শর্তও মানতে হবে পাকিস্তানকে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের অর্থনীতির কোমর ভেঙেছে বহু আগেই। গত কয়েক বছর ধরে আইএমএফের ঋণের উপর নির্ভর রয়েছে শাহবাজের দেশ। সেই ধারা অব্যাহত রেখে ডিক্টার পুলিশ নিয়ে ফের আইএমএফের কাছে গিয়েছিল ইসলামাবাদ। ঋণ মঞ্জুর হলেও কার্যত পাকিস্তানের গলায় বেল্ট পরিয়ে খুঁটিতে বাঁধল আইএমএফ।

কংগ্রেস শুধুমাত্র নেতিবাচকতাতেই লিপ্তঃগিরিরাজ সিং



বেঙ্গুরাই, ১৮ মে : কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস শুধুমাত্র নেতিবাচকতাতেই লিপ্ত। ভারতের সন্ত্রাস-বিরোধী কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলে কংগ্রেস সাংসদ শশী থাকরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও শশীকে নিয়ে টানাপোড়েন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং রবিবার বলেছেন, এখন কংগ্রেস এমন একটি দলে পরিণত হয়েছে যেখানে দেশের স্বার্থে কেউ ইতিবাচক কথা বলে না। তাঁরা কেবল নেতিবাচকতায় লিপ্ত হয়, তা সে বিদেশে ভারতের অপমান করুক অথবা অন্য কিছু করুক। এখন, এই প্রতিনিধিদল বিদেশে যাচ্ছে এবং যদি শশী থাকর এই প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে যান, তাহলে এতে রাজনীতির কী আছে? এটি কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্তি দ্বন্দ্বকে প্রতিলিঙ্গ করে।

জন্মুতে অত্যধিক গরম, ২০-২২ মে শুষ্ক থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ১৮ মে : মাত্রাতিরিক্ত গরমে নাজেহাল অবস্থা জন্মুতে, তাপপ্রবাহের মতোই পরিস্থিতি। শুষ্ক রয়েছে কাশ্মীর উ পত্যকার আবহাওয়াও। তবে আগামী ২৪ ঘটায়, ১৯ মে সন্ধ্যার মধ্যে জন্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে। তারপর ২০-২২ মে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে জন্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।বিগত কয়েকদিন ধরে গরমে দুর্বিহ্ব অবস্থা জন্মুতে, তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। জন্মুর পাশাপাশি কাশ্মীরেও বাড়তে পারে তাপমাত্রা। আগামী কিছু দিন বিশেষ করে জন্মু বিজায়ে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২০-২২ মে জন্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। অন্যদিকে রাজস্থানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। রাজস্থানের পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। একইসাথে আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে ২০ মে-র পর, অর্থা ২১ ও ২২ মে নাগাদ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিশেষ করে রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং পঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে, কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। আগামী ৪-৫ দিন রাজস্থানের কিছু এলাকায় তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি থাকবে, উত্তর প্রদেশেও আগামী ৬-৪ দিন তাপপ্রবাহ দেখা দেবে। দিল্লিতে ২০ মে-র পরে, ২১ অথবা ২২ মে নাগাদ হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে।

বিহারে গাড়িতে উদ্ধার বিপুল মাদক, পলাতক চালক



পূর্ব চম্পারণ, ১৮ মে : বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার রামগড়ওয়া থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে একটি গাড়ি থেকে বিপুল মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ।এক পুলিশ অধিকারিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাড়ি তল্লাশি করা হচ্ছিল। তল্লাশি চলাকালীন সন্দেহভাজন গাড়িটি আটক করা হলে চালক পালিয়ে যায়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে, অভিযোগ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে, এমনটাই অভিযোগ উজ্ব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের। তাঁর কথায়, এমনটা হওয়া উচিত নয়। ‘ অপারেশন সিঁদুর’ অভিযান এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের বার্তা নিয়ে দেশে দেশে ঘুরবে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি সাতটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল। সাত দলে মোট ৫৯ জন সদস্য আছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই রাজনীতিবিদ। এ ছাড়া কয়েকজন কূটনীতিককেও দলে রেখেছে কেন্দ্র। তারা মোট ৬২টি দেশে ঘুরবেন। যাবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদর



দফতরেও।এ প্রসঙ্গে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বিজেপি এই ইস্যুতে রাজনীতি করছে। এটা ঠিক নয়।

বিরোধীরা অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানিয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তাতে রাজি হয়নি। বিশেষ

শেষ মুহূর্তে বিপত্তি, ইসরোর ১০১-তম মিশন ব্যর্থ হয়ে গেল

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মেঃ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র ১০১-তম অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। মহাকাশে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) পাঠানোর জন্য ইসরোর রকেট রবিবার সকালে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে রকেট থেকে ওই কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে নামানো যায়নি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে অভিযান মাঝপথে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন ইসরোর অধিকারিকেরা। রবিবার সকাল ৫.৫৯ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ইওএস-০৯ নিক্ষেপ রওনা দেয় পিএসএলভি-সি৬১ মহাকাশযান।



উক্ষেপণ সফল হয়েছিল। কিন্তু মিশনের তৃতীয় ধাপে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে। ফলে তা বাতিল করে দিতে হয়।

পিএসএলভি-সি৬১ উক্ষেপণ সম্পর্কে ইসরো প্রধান ডি নারায়ণন বলেছেন, ১০১-তম মিশন শুরু করা হয়েছিল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে বিস্ফোরণ মৃত্যু একজনের, জখম ৫

সান দিয়েগো, ১৮ মে : আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল একজনের। গুরুতর জখম হয়েছেন ৫ জন। স্থানীয় সময় গত শনিবার ক্যালিফোর্নিয়ার পাম স্প্রিংসে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে জোরালো বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে কয়েক কিলোমিটার

পর্যন্ত কেঁপে ওঠে ঘরবাড়ি। এই ঘটনাকে জঙ্গি হামলা হিসেবেই দেখছে এফবিআই। কোনও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান এফবিআই-এরা যদিও কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী বাগানও পর্যন্ত এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই

স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি মূলত ফার্মাসিটি ক্লিনিক। যেখানে প্রচুর এমব্রায়ো ও আইভিএফের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা রাখা ছিল। বিস্ফোরণের ফলে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগুন লেগে যায়। যদিও মজুত করে রাখা এমব্রায়োগুলির কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। তাদের

তপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তাতেই বিস্ফোরণ হয়। ওই গাড়ির খুব কাছেই ছিলেন এক ব্যক্তি। বিস্ফোরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। জখমদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। তদন্তকারীদের অনুমান ওই গাড়ির ভিতরেই ছিল বোমা।

হায়দরাবাদে বহুতলে ভয়াবহ আগুন, কমপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু

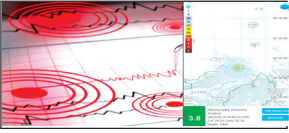
হায়দরাবাদ, ১৮ মে : হায়দরাবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি বহুতলে। রবিবার সকালে হায়দরাবাদের চারমিনারের কাছে গুলজার হাউসের একটি বহুতলে আগুন লাগে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ১৭ জন মারা গিয়েছেন। আহত লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি কি জিয়াণ রেড্ডি এবং তেলঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। চারমিনারের বিধায়ক মীর জুলফেকার আলীও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তেলঙ্গানার ডিজিপি ডঃ জিতেন্দ্রও ভয়াবহ

অগ্নিকাণ্ড পরিদর্শন করতে চারমিনারের কাছে গুলজার হাউসে পৌঁছেন।তেলঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর বলেছেন, আগুন লাগার ঘটনাটি সকাল ৬টা নাগাদ ঘটে এবং সকাল ৬ঃ১৬ মিনিট নাগাদ তেলঙ্গানা সরকারের দমকল বিভাগ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। তারা সবাইকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভবনের ভেতরে থাকা বেশিরভাগ মানুষ মারা গেছেন। রাজ্য সরকার পরিবারকে সম্পূর্ণ সহায়তা করবে। অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এই

ধরনের কোনও ঘটনা এড়াতে আমরা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করব। জনসাধারণকেও এই বিষয়ে দমকল বিভাগকে সহায়তা করতে হবে।তেলঙ্গানার দুর্ঘটনা প্রতিক্রিয়া ও অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার ডিজি ওয়াই নাগি রেড্ডি বলেছেন, গুলজার হাউস এলাকার কুষ্ठा পার্স দোকান এবং আবাসিক কমপ্লেক্সে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। দমকল বিভাগ সকাল ৬ঃ১৬ মিনিটে ফোনাটি পেয়ে সকাল ৬ঃ১৭ মিনিটের মধ্যে পর্বাণ্ড কর্মী নিয়ে ১১টি দমকল ইঞ্জিন পাঠায়...

ফের ভূমিকম্প অরুণাচল প্রদেশে, ৩.৮ প্রাবল্যের কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ১৮ মে : গত শনিবার পর ফের ভূমিকম্পে কেঁপেছে অরুণাচল প্রদেশ। রবিবার ভোর ০৫-টা ০৬ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে রিখটার স্কেলে ৩.৮ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ডালাি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। সংঘটিত ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর এ খবর লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি-র প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, অরুণাচল প্রদেশে আজ রবিবার ভোর ০৫ঃ০৬৩৬৩টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল রাজের



দিবাং ভ্যালির ভূপৃষ্ঠের ১০ কিমি গভীরে ২৯.০৩ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৫.৭৮ও পূর্বে।প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার বেলা ০৩-টা ১১ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে ৩.৪ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছিল অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালি। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দিবাং ভ্যালির ভূ পৃষ্ঠের ১২ কিমি গভীরে ২৮.৭৮ও উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৫.৭০ও পূর্বে।

দিনভর বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে রানি অহল্যাবাঈ-এর ৩০০-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অসম বিজেপির

গুয়াহাটি, ১৮ মে : সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে অসম প্রদেশ বিজেপি পালন করছে রাজরানি অহল্যাবাঈ হোলকার-এর ৩০০-তম জন্মজয়ন্তী। গুয়াহাটিতে বিজেপির সদর দফতর অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে আজ ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-পরম্পরা এবং সংস্কৃতি রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গিত বীরদাম, তেজস্বী রানি লোকমাতা দেবী অহল্যাবাঈয়ের ৩০০-তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করছে প্রদেশ বিজেপি।ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, বীরদামা, তেজস্বী মহিলাশাসক রাজরানি অহল্যাবাঈ মোঘল আক্রমণকারীদের লুটপাট, হিন্দুদের ওপর অমানবিক অত্যাচার, হিন্দুদের উপাসনাস্থা ধ্বংস থেকে তার রাজ্য মারাঠা মালওয়াকে রক্ষা করার আশ্রণ চেষ্টা করেছিলেন। রাজরানি অহল্যাবাঈ হোলকার তাঁর নিজের রাজত্বকালে কাশী বিশৃনাথ এবং সোমনাথের মতো পবিত্র



সনাতন মন্দির সংস্কার কর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তার সমাজসংস্কার, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আজও প্রেরণার উৎস।ভারতবর্ষের ঐতিহ্য-পরম্পরা এবং সংস্কৃতি রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গিত বীরদামা, তেজস্বিনী মহান নারীর

অবদানকে স্মরণ করে ভারতীয় জনতা পার্টি, অসম প্রদেশে উদ্যোগে রবিবার রানি অহল্যাবাঈ হোলকারের স্মৃতিতে এক দিবসীয় বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।রবিবার সকাল ১০-টা থেকে দিনব্যাপী কার্যসূচির বিভিন্ন অনুষ্ঠনে অংশগ্রহণকারীদের নাম

রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। এর পর উপাসনা বরুয়ায় দেশাস্বাধেধক সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পূরখা অধিবেশন শুরু হয়। ১১ঃ৩০টায় কার্যসূচির আয়োজক সমিতির আহ্বায়ক তথা বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটির উপ-সভাপতি রেশখারানি দাস স্বাগত ভাষণ দেন। প্রথম অধিবেশনে সমাজকর্মী রিমকি ভাগবতী রানি অহল্যাবাঈ হোলকারের জীবন-দর্শনের ওপর বক্তব্য পেশ করেন।১২ঃ৩০টার অধিবেশনে রানি অহল্যাবাঈ হোলকারের প্রেরণাদায়ক জীবন-দর্শনের ওপর সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন প্রধান বক্তা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকিয়া।কার্যসূচির দ্বিতীয় অধিবেশনে সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধি বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ দবেন। দিনের কার্যসূচির সমাপন অধিবেশনে ভাষণ দবেন সর্বভারতীয় বিজেপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিব প্রকাশ।

মোদী থাকলে সন্ত্রাসবাদের অবসান অনিবার্য, দাবি নিশিকান্তের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : মোদী থাকলে সন্ত্রাসবাদের অবসান অনিবার্য, দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ নিশিকান্ত দুবে লিখেছেন, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের পর, আমরা বিশ্বের তৃতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। জন্মু ও কাশ্মীরে হিন্দুদের মতোই মুসলমানরাও সন্ত্রাসবাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। ওআইসি অথবা মুসলিম দেশগুলির সংগঠনের অফিস সৌদি আরবে রয়েছে। আমরা আমাদের লক্ষ্যে সফল হব, পাকিস্তানের নিষ্ঠুর মুখ বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হবে। মোদী থাকলে সন্ত্রাসবাদের অবসান অনিবার্য। জয় হিন্দ জয় ভারত। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারা উন্মোচিত করতে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল গঠন করেছে ভারত। এমনই একটি প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে।

বিহারের বেতিয়ায় তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন, উৎসাহ-উদ্দীপনায় শামিল বহু মানুষ



বেতিয়া, ১৮ মে :পহেলাগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধে অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হচ্ছে তিরঙ্গা যাত্রা। রবিবার বিহারের বেতিয়াতে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। এই তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানানো হয়েছে।তিরঙ্গা যাত্রায় নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী রেণু দেবী। তিনি বলেছেন, মহিলারা প্রথমে শহীদ স্মারক থেকে একটি তিরঙ্গা যাত্রা বের করেন, আমাদের সাহসী সৈন্যদের সম্মান জানাতে এবং মাথা নত করে শহীদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতের বিরুদ্ধে গেলে বাংলাদেশ টিকতে পারবে নাঃদিলীপ ঘোষ



কলকাতা, ১৮ মে : ভারতের বন্দর দিয়ে আর এ দেশে ঢুকবে না বাংলাদেশি পোশাক, খাবারও নির্দেশিকা জারি করেছে ভারত সরকার। এ বিষয়ে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, ভারতের বিরুদ্ধে গেলে বাংলাদেশ টিকতে পারবে না, সেটা তাদের বুঝে যাওয়া উচিত। রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আমরা যখন পাকিস্তানকে টাইট দিতে পারি, তখন বাংলাদেশ কী? চারদিক থেকেই ভারত দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের জন্য, আকাশ থেকে জল, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুই আমাদের হাতে। তাদের বুঝতে হবে, ভারতের বিরুদ্ধে গেলে তারা টিকে থাকতে পারবে না।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা বৈদেশিক বাণিজ্য দফতর (ডিজিএফটি) জানিয়েছে, বন্দর দিয়ে বাংলাদেশি রেডিমেড পোশাক, খাবার ভারতে আমদানি করা যাবে না। বাংলাদেশি কিছু পণ্য যেমন রেডিমেড পোশাক, খাদ্যসামগ্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। ভারতীয় বন্দরগুলি দিয়ে আর এই জাতীয় পণ্য ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না।

সরোজিনী নগর মার্কেটে উচ্ছেদ অভিযান এনডিএমসি-র, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : দিল্লির সরোজিনী নগর মার্কেটে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে এনডিএমসি। শনিবার গভীর রাতে দিল্লির সরোজিনী নগর মার্কেটে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়, যার ফলে প্রায় ৫০০ দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোকানদারদের অভিযোগ, পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বৈধ দোকানগুলিও ভেঙে ফেলা হয়েছে।শনিবার গভীর রাতেই মিনি মার্কেট আয়োসিরোহনের সভাপতি অশোক রন্ধাওয়া বলেন, রাত ১২ঃ৩০ বেজে গিয়েছে এবং এনডিএমসি ভাঙুর চালাচ্ছে। তারা বড় দোকান, মিনি মার্কেট সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এমনকি ছাদও ভেঙে ফেলা হয়েছে। মাঝরাতে এটা কী ধরনের পদক্ষেপ? মার্কেটের সভাপতি অশোক কালরা বলেন, মার্কেটের ভেতরে এনডিএমসি যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে পুরো মার্কেট প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যা ইতিহাসে নজিরবিহীন। কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তারা কীভাবে এই অভিযান চালিয়েছে তা দুঃখজনক ঘটনা।

সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রমকে কুর্নিশ, নাগপুরে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন

নাগপুর, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের জন্য ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর পরাক্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। নাগপুরের খাপেরখেনা থেকে তিরঙ্গা যাত্রার শুভ সূচনা হয়। সামনে থেকে তিরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস বলেছেন, অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সাহসিকতা দেখিয়েছে ও সমগ্র দেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পঞ্চায়েতও তিরঙ্গা যাত্রা বের করা হবে। এই যাত্রায় বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, যা সশস্ত্র বাহিনী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি নিজেদের সর্মধন প্রকাশ করে।

অবৈধভাবে ভারতে বসবাস! উত্তরাখণ্ডে প্রেফতার দুই মহিলা-সহ ৬ বাংলাদেশি

দেহরাদুন, ১৮ মে : উত্তরাখণ্ড থেকে ৬ বাংলাদেশি নাগরিককে প্রেফতার করা হয়েছে। তাদের সহায়তা করার অভিযোগে একজন ভারতীয় মহিলাকেও আটক করা হয়েছে। যৌথ অভিযানের পর প্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং গোয়েন্দা বুুরো (আইবি) সন্কলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, বলে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে বলে মনে করা হয়েছে।

প্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং দু’জন মহিলা। তাদের সহায়তা করার অভিযোগে একজন ভারতীয় মহিলাকেও আটক করা হয়েছে। যৌথ অভিযানের পর প্রেফতার করা হয়েছে এবং বর্তমানে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং গোয়েন্দা বুুরো (আইবি) সন্কলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, বলে খবর সূত্র থেকে জানা গেছে বলে মনে করা হয়েছে।

দুরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃপরিবার ও কাজ, দুটিই আপনার মনোযোগ চাইবে বলে, আপনি দোঁটানায় ভুগবেন। সন্ধ্যাটি আপনি মজা করার জন্য রেখে দেবেন। আপনি জনপ্রিয় হতে চান এবং শীঘ্রই আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। আপনি খুবই উসাহী থাকবেন এবং কাছের ও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে একটি মজাদার সন্ধ্যা উপভোগ করবেন।

বৃষঃআজকে আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়টিই, আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পিছনে ব্যয় করবেন। ব্যাবসায়িক ভোজনের মাধ্যমে, কিছু বাকি থাকা লেনদেন সফল হবে। গবেষণার কাজ, প্রত্যাশার থেকে বেশি উন্নতি করবে।।

মিথুনঃ মতপার্থক্য আপনার সম্পর্কের ব্যবধান আরও বািয়ে তুলবে। বাদানুবাদের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়তমের মতামতকে সম্মান করতে শিখুন।

কর্কটঃপ্রেম ও সম্পর্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি ক্ষমালীল হতে হবে ও মানিয়ে চলতে হবে। সম্পর্কে শান্তি ও ঐক্যমত্যা বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হলো সমঝোতা। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনাকে সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, কেননা তারা ভালো আর্থিক পরিকল্পনার পরামর্শ দিতে পারে।

সিংহঃআপনার প্রেমের জীবনে সমগ্রূয় বজায় রাখার জন্য আপনাকে লোকের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতার উন্নতি করতে হবে। আপনি আপনার প্রিয়তমের আবেগের অপরিস্চিত দিক আবিষ্কার করেন এবং ফলে সবকিছু আরও ভালো এগোবে।

কন্যাঃআপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি সু ধর সময় কাটাবেন। এই সময়টি ভালো, কেননা আপনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন।

তুলাঃআপনার প্রিয়তমের রোমানিষ্টক মেজাজে আপনি সায় দেবেন, যার ফলে প্রেম বিকশিত হবে। সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য আজকের দিনটিকে অবশ্যই কাজে লাগান। বৃশ্চিকঃ আজকের দিনে শুধু মাত্র হৃদয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কাজ সম্পর্কিত বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাবে।

ধনুঃআজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছা হবে। সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে সন্দের জন্য। কেনাকাটাও হতে পারে। আপনি পোশাক ও গহনায় টাকা খরচ করতে চাইবেন।

করকঃআপনি নামি ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কামাচ্ছেন। তবে এখনও আশার আলো আছে।

কুন্তঃ আজকের দিনটা আপনারই। কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে। আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়াবেন। মীনঃবিতর্ক ও মতপার্থক্য আজ আপনাকে একঘরে করার চেষ্টা করবে। আপনি এমনিতে নির্লঙ্ঘতি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ একটি ক্রান্তি ও বিরক্ত বোধ করবেন। মেজাজে ফিরে যেতে পারবেন। শুভ দিন হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১৮-২১ মে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুকুলিয়া, বাকুড়া, বাউগ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হ্রদ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সন্ধ্যা তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট। এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে।

বাংলাদেশের যাওয়ার আগেই বিথারী সীমান্তে আটক দালাল সহ এক বাংলাদেশী মহিলা



সৌরভ দাশ,বসিরহাট, ১৮ মেঃ শনিবার রাত্তে মোটর বাইকে করে এক বাংলাদেশী মহিলাকে নিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার আগে ১৪৬ নম্বর বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানরা তাদেরকে আটক করে, বাজেয়াপ্ত করা হয় মোটর বাইকটি জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে। পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে, রবিবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

বাসন্তীতে মর্মাস্তিক পথ দূর্ঘটনায় মৃত এক, আহত তিন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৮ মেঃ রবিবার মর্মাস্তিক পথ দূর্ঘটিনা বাসন্তীচৌমুত এক, আহত তিন।দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার গৌরদাস পাড়া মোড়ে রবিবার দুপুরে বাস ও লরির মুশোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাস যাত্রীরা। আহত লরির চালক সহ তিন।(পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন দুপুরে আলিপুর গামী ২৪ রুটের বেসরকারি একটি বাস যাত্রী নিয়ে বাসন্তী থেকে আলিপুরের দিকে যাচ্ছিল। আর বাসন্তী মুখী একটি মালবাহী লরির সাথে আচমকা বাসন্তী হাইওয়ের বাসন্তীর গৌর দাস পাড়ার কাছে মুশোমুখি সংঘর্ষের মধ্যে পড়োআর এই ঘটনায় এক বাস যাত্রীর মৃত্যু হয় ঘটনাঙ্স্থলে। আহত হয় বাস চালক জাকির হোসেন শেখ (৫২)সহ তিনজন। আহত বাস চালকের বাড়ি বাসন্তী থানার চোরা ডাকতিয়া এলাকায়। স্থানীয় মানুষ উদ্ধার কাজে নেমে আহতদের ক্যারিন্গ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বাস চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তারা। লরির চালক পলাতক। মৃত বাস যাত্রীর নাম ও পরিচয় জানা যায় নি। আর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করছে বাসন্তী থানা পুলিশ।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে হাওড়ায় তিরঙ্গা যাত্রা



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মে ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৮ই মে, রবিবার হাওড়ার পাঁচলার ধামসিয়া মোড় থেকে রানিহাটি পর্যন্ত তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের দাবি, ওই তিরঙ্গা যাত্রায় বিজেপি নেতৃত্বের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের প্রেক্ষিতে তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দেওয়া হয়।

রবিবার বিকেলে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের কাছ থেকে জেলা সদর বিজেপির সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাইক মিছিল শুরু হয়।

বাইক আরোহীদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। মিছিল যায় পাঁচলার রানিহাটি মোড় পর্যন্ত।

সেখান থেকে ধামসিয়া পর্যন্ত মিছিল হয়। ভারতীয় সেনার সাহসিকতা এবং লড়াইয়ের পাশাপাশি পাকিস্তানকে উপহৃত জবাব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়।

দহন থেকে মুক্তি, ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে স্বস্তি ফিরল দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৮ মেঃ কোনও না কোনও জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছেই, এই ঝড়-বৃষ্টির সৌজন্যে তীর গরম থেকে স্বস্তি পেলে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। শনিবার রাতেই কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বৃষ্টি হয়েছে, রবিবার সকালেও আকাশ মেঘনা। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস

তাপমাত্রা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা শ্রাব্যবিকরে ১.১ ডিগ্রি কম।

রবিবাসরীয় সকালে গরম উধাও হয়ে মনোমর হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কোনও না কোনও জেলায় আগামী ২১ মে পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ মে পর্যন্ত

হাওড়ায় বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ মে ঃ রবিবার ভোরে হাওড়ার বাঁকড়ায় বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ে দুর্ঘটিনা, হতাহতের খবর নেই। জানা গেছে, পরিত্যক্ত বাড়ির কারণে বাড়ির মালিকরা ওই বাড়িতে থাকতেন না। তবে বাড়ির সামনের দিকে বেশ কয়েকটি দোকান ছিল। ভোরের দিকে ঘটনা ঘটায় এদিনের ঘটনায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচেন সকলে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার বাঁকড়ার এক নম্বর পশ্চিম মোল্লাপাড়ায় বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত থাকা সত্বেও মালিকপক্ষ কোনওরকম বাড়িটি মেরামত করেননি বলে অভিযোগ। এই বাড়িটিতে বেশ কয়েকটি দোকান ছিল। মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে একটা কিছু ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো সত্বেও মালিকপক্ষ তাতে গা করেননি বলে দোকানদারদের অভিযোগ। যে কারণে পুরনো এই বিপজ্জনক বাড়িটি রবিবার ভেঙে পড়ো। তবে, এদিন ভোরের দিকে দুর্ঘটিনা ঘটায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দোকানদার শেখ মোজাহার আলি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা বাড়িওয়ালাকে বসার কথা বলছি। বলছি আপনি যা বলেন তা আমরা মেনে নেব। তাও কিছু করা হয়নি। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগদা বাড়িটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে। আমরা এখানে সকাল প্রায় সাড়ে আটটার পর থেকে কাজ শুরু করি। সকালের দিকে এটা ঘটলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। হাত বেশ কয়েকজনের মৃত্যু ও হতে পারত। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সোবান বলেন, ঘটনাটি ভোরবেলা ঘটেছে। এখানে কেউ বসবাস করত না। নিচের তলায় কয়েকটি দোকান ছিল। বহু বছরের পুরনো বাড়ি এটি। হঠাৎই এটা এদিন ভেঙে পড়ে।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি,১৮ মেঃ কাশ্মীরের পাহেলগায়ে জঙ্গি হামলায় নিহত নিরীহ ভারতীয়দের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এবং দেশের অস্থভতা সার্বভৌমত্ব ও শত্রুর মোকাবিলায় দেশের সেনাবাহিনী যে ভূমিকা পালন করেছে তাদের সেই বীরত্বের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে হরিপাল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মাল্লান নেতৃত্বে আজ হরিপালের মশাই মোড় থেকে হরিপাল স্টেশন বাজার পর্যন্ত এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল রুক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবশীষ পাটক হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সূচন্দা ঘোষে অধিকারী, হরিপাল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি স্বরূপ মিত্র সহ অন্যান্য নেতৃব্বৃন্দ। এই জাতীয়তাবাদী মিছিলে বিধায়িকা ডাক্তার করবি মাল্লা সহ প্রত্যেকের হাতে জাতীয় পতাকা সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আসতেই ক্ষোভ গ্রামবাসীরদের

গাড়ি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন

বনস্পতি দে, সিদ্ধুর হুগলি, ১৮ মেঃ এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সিদ্ধুরের বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁসারি পুকুর, শ্রীরামপুর, লক্ষণপুর, রাজারামবাটি কোলেপাড়া-সহ একাধিক গ্রামের মানুষ বিগত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল। গরম পরলেই সমস্যা আরও প্রকট হয়। প্রায়শই বিদ্যুৎ চলে যায়। টানা এক-দুদিন বিদ্যুৎ না আসার ঘটনাও অতীতে ঘটেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীরা। দিনের অধিকাংশ সময় লো ভোল্টেজ থাকায় বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জামের ক্ষতি হয় বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। একে তীর গরম, তার উপর রাত থেকে বিদ্যুৎ নেই। সব মিলিয়ে একেবারে দমবন্ধকর পরিস্থিতি। এতেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে সিদ্ধুরের বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলিকুল এলাকার বাসিন্দাদের। শনিবার রাত থেকেই বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন থাকার পর রবিবার সকালে গ্রামে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। গাড়ি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর পর ঘটনাঙ্স্থলে



আসে সিদ্ধুর থানার পুলিশ। পুলিশের সামনেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখার জন্য বারবার সিদ্ধুরের ইলেকট্রিক দপ্তরের অফিসে জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, “শনিবার ঝড়বৃষ্টি হয়নি।

তারপরও কারেন্ট চলে গিয়েছে। ঘটনাখানেকের মধ্যে কারেন্ট ফিরে এলে তাও ঠিক সে রকম যেন সঠিক ও

থেকে দু দিন বাদে কারেন্ট আসে। আর এ দিকে বিল ভরতে একটু দেরি হলেই সঙ্গে সঙ্গে মিটারের লাইন কেটে দিয়ে চলে যায়। এ রকমভাবে চলতে পারে না। আমাদের সকলের খুব সমস্যা হচ্ছে। গরমের মধ্যে কারেন্ট না থাকায় বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। গত দুমাসে এই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে।” এলাকাবাসীর দাবি, তাঁরা যেমন সময়মতো ইলেকট্রিক বিলের টাকা দেন, ঠিক সে রকম যেন সঠিক ও

নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় থাকে। এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিসিটিবিউসন কোম্পানি -র ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সেন বলেন, ‘এক মাস ধরে সমস্যা হচ্ছে। লোড বেশি থাকার জন্য মূলত এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া ঝড়বৃষ্টির জন্যও কিছু সমস্যা হয়েছে। অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আশা করি, দু-একদিনের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে।’

ওয়াকফ আইন সংশোধনের নামে দেশে ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা হয়েছে

মতিয়ার রহমান,উল্বেড়িয়া,১৮ মেঃ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সুল্লাঙ্গী হামলায় শহীদদের স্মরণে, ২৬হাজার চাকরি বাতিল, দুর্নীতি ও বঞ্চনার বিষয়ে, সংশোধিত ওয়াকফ আইন ২০২৫ বাতিলের দাবিতে রবিবার উল্বেড়িয়ার পূর্ব কালীনগরে আই এস এফ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সেকু লার ফর্সের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই এস এফের চেয়ারম্যান তথা ডাক্তরের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন স্বাধীনতার পর বাংলার সংখ্যালঘুদের চরম বিপদ সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের



আমলে, অপরদিকে সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বিপদের মধ্যে রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর আমলে। ওয়াকফ আইন

সংশোধনের নামে দেশে ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা হয়েছে। ওয়াকফের লড়াই হলো দেশের সংবিধান রক্ষার লড়াই। তিনি

বৈধ কোন কাগজপত্র ছাড়ায় প্রায় ১৭ বছর ধরে কান্দিতে আত্মগোপন এক বাংলাদেশি যুবকের



এজাজ আহমেদ, কান্দি, ১৮ মেঃ হিজলের গোপালপুর এলাকা থেকে মহির মোল্লাকে গ্রেপ্তার করার কান্দি থানার পুলিশ। শনি বার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত হীজল গোপাল পুর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে কান্দি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে বিগত ২০০৮ সালে দিল্লিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নরাই জেলার সেখাতি গ্রামের বাসিন্দা মহির মোল্লা অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। ১৭ বছর ধরে বিনা কোনো ভারতীয় নথি ছাড়া অবৈধ ভাবে ভারতে বসবাস করে ভারতের এক মহিলা কে ভালোবেসে বিয়ে করে এবং তাদের ২ টি কন্যা সন্তান ও আছে। মহির মোল্লার শশুর বাড়ি কান্দি থানার হীজল গোপাল পুর এলাকায়। দিলিতে কাজ করতেন তার স্ত্রী সেখানে তাদের পরিচয় হয়ে ছিলো। গত ১০ দিন আগে দিল্লি থেকে তার শশুর বাড়ি আসে ঘুরতে সেই খবর কান্দি থানার পুলিশের কাছে আসতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কান্দি থানার পুলিশ ধৃত মহির মোল্লাকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে কান্দি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ১৭ বছর ধরে বিনা এলাকায় চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে আরও কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোখা যায়।

বিশ্ব কবি শান্তি সম্মান পুরস্কার শান্তির দূত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে

দূরন্ত বার্তা, হুগলি,১৮ মেঃ বিশ্ব কবি শান্তি সম্মান পুরস্কার দেওয়া হলো রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল কে। যিনি এর আগে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের দেওয়া মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত ও নিঃ স্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় প্রশংসিত এবং পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের ২৬ টি জেলা ও ৪২ টি লোক সভা কেন্দ্রে হাজির হয়ে জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে বাউল গানে শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তা দেন ও ভোটের দিনে প্রাণহানি মুক্ত ভোটের বার্তা দিয়ে ২০২৪ লোক সভা ভোটের দিনে প্রাণ হানি মুক্ত ভোট করাতে পেরে শান্তির দূত সম্মানিত হয়েছিলেন। বোলপুর যুব আবাস



যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর বীরভূমে রবীন্দ্র ও নজরুল স্মরণে অনুষ্ঠিত, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রাজ্য যুব কল্যাণ

দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস, পদ্মশ্রী রতন কাহার, কাজী নজরুলের নাতনি সোনালী কাজী এবং প্রফেশনালদের তাদের স্টাইলের সাথে মানানসই বিভিন্ন ধরণের পার্সোনালাইস্‌ড বিকল্প রয়েছে।

অনুষ্ঠানে গুণীজনের উপস্থিতিতে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে বিশ্ব কবি শান্তি সম্মান পুরস্কারে সম্মানিত করেন। তার পাশাপাশি হেমন্ত মুখার্জির না গাওয়া আধুনিক গান ও একটি লোক সঙ্গীত যে গানদুটির গীতিকার সুরকার ও কণ্ঠ শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল সেই গান দুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস, পদ্মশ্রী রতন কাহার, কাজী নজরুলের নাতনি সোনালী কাজী। সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বিশ্বাস বাবু বলেন প্রথমত স্বপন দত্ত বাউল একজন গীতিকার সুরকার ও নিজে কণ্ঠ শিল্পী হয়ে এমনকি রেকর্ডিং এ নিজেই তবলা সঙ্গত করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয়কে কুর্নিশ জানিয়ে বিজয় মিছিল জয়নগরে

দূরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ মেঃ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানিয়ে রবিবার বিকালে জয়নগর থানার বুড়োরঘাট এলাকা থেকে কয়েকশো নাগরিকদের নিয়ে বিজয় মিছিল জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকা ঘোরে। জয়নগর তিলিপাড়ায় গিয়ে এই বিজয় মিছিল শেষ হয়।এদিনের এই মিছিলে নাগরিকদের সাথে পা মেলালেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নন্দর,বিজেপির রাজ্য নেতা সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী সহ বিজেপির বহু কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। এই বিজয় মিছিলে ৭৫ ফুটের ভারতীয় পতাকা নিয়ে অংশ নেন নাগরিকরা। অপারেশন সিঁদুরের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানান এদিন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নন্দর। সেনাবাহিনীর এই সাফল্য ভারতের প্রতিটা মানুষের কাছে গর্বের। একজন ভারতীয় হিসাবে সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানানেন প্রতিটা নাগরিক।

স্থলপথে বন্ধ বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য, চ্যাংড়াবান্ধায় ব্যাপক প্রভাব

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১৮ মেঃ গতকাল রাতেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নোটিফিকেশন জারি করা হয় বাংলাদেশের সাথে স্থলপথে উত্তর-পূর্ব ভারতের আর ব্যবসা হবে না বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে। ব্যবহার করতে হবে কলকাতা এবং মুম্বইয়ের জলবন্দর স্থলপথ বাণিজ্যে বাংলাদেশের বিশেষ কিছু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত সরকার। এই যোগাধার পরেই রীতিমতো আতঙ্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি কর্মহীন হয়ে পড়ার আতঙ্ক গ্রাস করছে তাদের। যদিও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব পড়েছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চ্যাংড়াবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের শ্রমিক সহ ব্যবসারীদের। যদিও তাদের বক্তব্য কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন আমাদের হতে হলেও বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের প্রধানের এহেনও মন্তব্য আমরা মানতে রাজি নই ভারতের সরকার যে সিদ্ধান্তে নিয়েছে আমরা তার সাথে রয়েছি। শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনে থাকা বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর (ডিজিএফটি)-এর তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য, তুলা, সূতির পোশাক, প্রাস্টিক এবং পিভিসি দিয়ে তৈরি জিনিস, রপ্তকের মতো একগুচ্ছ পণ্য আর স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রায় ৯৩শতাংশ পণ্য স্থলবন্দর দিয়েই প্রবেশ করে ভারতে। তাই ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে সংকট নেমে আসতে চলেছে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্য স্থল বন্দরের পাশাপাশি কোচবিহার জেলার এই চ্যাংড়াবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের শ্রমিকরাও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে ভারতের যে সব অঞ্চল যেমন আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংড়াবান্ধা ও ফুলবাড়ি স্বত্বক্ষেত্ৰ দিয়ে এইসব পণ্য প্রবেশ করতে পারবে না বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এই নিষেধাজ্ঞায়।

অপ্রকাশিত আধুনিক গানটি গেয়ে রেকর্ড করে রাজ্যবাসী কে সঙ্গীত প্রেমীদের এক মিলি কটা ও সুরে সঙ্গীত উপহার দিলেন এটা এক বিরলতম ঘটনা। এছাড়া সারা রাজ্যের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানেন তিনি একমাত্র বাউল লোক শিল্পী হয়ে সমাজ সতেজন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানে যেভাবে দির্ঘ বছ বছর ধরে দিয়ে আসছেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগেই তার জুড়ি মেলা ভার। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশীর্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল সমাজের কাছে আইকন তার সমাজ সেবাকে নাজীর বিহীন ঘটনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬৮ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

কলকাতার প্রথম রাস্তার আলো

পথের কাঁটা। যদি কেহ পথের কাটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়া পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেডুল’র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়ে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এই লাইনগুলো বাঙালীর ভোলা সত্ত্ব না। বোম্বাকেশের প্রথম অভিন্যে (এই, প্রথম। দ্বিতীয় না) এই ল্যাম্পপোস্টের গুরুত্ব অনেকটাই, যারা পড়েছেন, জানেন। সেই সময়ে চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের স্বর্ণগার ছিল শহরের রাজপথ। কলকাতা শহরেও শুরুর দিকে বিপদে না পড়লে মানুষ রাতে খুব একটা বাইরে বেরোতেন না। উনবিংশ শতকের শেষ অবধি ইলেকট্রিক তো ছাড়া, গ্যাসের আলোর কৌলীনাও জোটেনি মহানগরীর রূপালে। তা হলে রাস্তায় আলো কি জ্বলতই না? জ্বলত। আর তা ছিল কেরোসিনের বাতি। কিন্তু তার আগে? উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শহরের রাস্তায় ছিল না পথবাতি। সন্ধ্যা নামলেই দরজায় কুলুপ আঁতেনে বাসিন্দারা। ঘরের ভেতর জ্বলত রেড়ির তেলের প্রদীপ। রাতবিপরেতে বাইরে বেরোনার রকরক হলে জ্বেলে নেওয়া হত পাটকাতির উগায় মশাল। ওই শতকের তিরিশের দশকে কলকাতার রাস্তায় কেরোসিনের আলো জ্বলানোর ব্যবস্থা করে পুরসভা। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। তবে রাস্তায় উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা থাকলেও, বাড়িতে কিন্তু তখনও মহাবিক্রমে রাজত্ব করছে রেড়ির তেলের প্রদীপ বা সেজ। তাই প্রতি পাড়াতেই ছিল একটা রেড়ির তেলের কল বা দোকান। কলকাতায় গ্যাসবাতির প্রচলন হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তবে তার আগে, ১৮০৭ সালের ১৬ আগস্ট লন্ডনের রাস্তায় জ্বলে ওঠে গ্যাসের আলো। ১৮২২ সালের ৩০ মার্চ তখনকার এক বাংলা দৈনিকের খবরে জানা যায়, ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। অনুমান হয় লটারির অধ্যক্ষরাও লটারির উপস্থত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে এরূপ আলো করিবেন। সংবাদপত্রের ‘অনুমান’ সতি হতে লেগে গেল আরও কিছু বছর। ১৮৫৭ সালের ৬ জুলাই কলকাতার রাস্তায় পুরসভার লটারির টকাতেই প্রথম জ্বলল গ্যাসবাতি। গ্যাস লাইট আসার পরেও যে অবস্থা খুব একটা বদলেছিল তা কিন্তু নয়। খুব ভালো গ্যাস বাতিও ২৫ ওয়ারের বালবের তুলনায় কম আলো দিত। সে বাতি আসার লাগানো থাকত বহু দূরে দূরে--ফলে রাস্তায় গ্যাস বাতির তলাটুকু বাদ দিলে বাকিটা ঘন অন্ধকারেই ঢাকা থেকে যেত। প্রথম গ্যাসবাতি জ্বলেছিল কলকাতার হাদপিণ্ড চৌরঙ্গী রোডে। গ্যাস ল্যাম্পের উচ্চতা ছিল মাটি থেকে ১১ ফুট আর দুটি পোস্টের মধ্যে দূরত্ব ১৫০ ফুট। তাতেই মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান বেঁধেছিল ‘রাত্রিতে গ্যাসলাইট জ্বাল, আর অন্ধকার নাহ অন্ধকার রাত্রে দিনের মত চলে যাই।’ এইখানে বলে রাখি, ১৮৫৭ সালে নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম পাঁছিতে। ততদিনে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ১৮৪১ এই তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়। যেটা জানা সেটা হল রেড়ির তেলের ল্যাম্পপোস্টের তলায় বসে পড়তেন। বাড়িতে রেড়ির তেলের সেজবাতি থাকলেও সে তেল ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় বাকি পাড়াটা সারা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি গ্যাসবাতিতে পড়েনি।

বোলপুরে সুরুল রাজবাড়ি

সুরুল রাজবাড়ী, বোলপুর। প্রতিটি রাজবাড়ি কোনও না কোনও গল্প বহন করে। ইতিহাসের পাতায় সেই গল্পগুলি কখনও হয়ে ওঠে রঙিন, আবার কখনও পুরাতন জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বীরভূম জেলায় অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো সুরুল সরকার বাড়ি, যা সুরুল রাজবাড়ি নামে পরিচিত। অনুমান করা হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের বাঁকা নদীর ধারে নীলপুর গ্রামে ভরত চন্দ্র খোন্স(সরকার) নামে এক অভিজাত ধার্মিক ব্যক্তি বাস করতেন। ভরত চন্দ্র এবং তাঁর ত্রীর বহু প্রচেষ্টার পরেও তাঁদের কোন সন্তান না হওয়ায় তারা বারাগণীতে তীর্থযাত্রা করবেন বলে মনস্থির করেন। যাবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু বারাগণী যাওয়ার পথে একটু যাত্রাভঙ্গ করার জন্য তারা এসে পৌঁছায় এই বীরভূমের সুরুলে। এখানে এসে তারা তাদের গুরুদেব বাসুদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। এই বাড়িতে শ্যামসুন্দর নিতা পুজিতে হতেন। তাই থেকে ভরত চন্দ্র সরকার এবং তাঁর স্ত্রী শ্যামসুন্দরের পূজা করতে শুরু করেন এবং তারা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, যার নাম রাখেন কৃষ্ণহরি। শোনা যায়, এই পরিবারের আসল পদবী কিন্তু সরকার নয়। ইংরেজদের কাছ থেকে এই পদবী তাঁরা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণহরির পুত্র শ্রীনিবাস ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে বিরালা প্রতিপত্তি করেছিলেন। এদের মূলত নীল চাষ এবং জাহাজের পাল তৈরি ব্যবসা ছিল। বৈষ্ণব মতে পূজো প্রচলন, বলির সময় আজও ঠাকুরের স্থান পরিবর্তন। তবে সাবেকিয়ানায় ভরপুর সুরুল রাজবাড়ি। ভরত চন্দ্র সরকারের আলো থেকে এই রাজবাড়ির পূজা শুরু হয়। এই বছর পূজোটির আনুমানিক বয়স প্রায় ২৮৬ বছর। চতুষ্কোণ রাজবাড়ির মধ্যস্থিত নাটমন্দির সময়েয়ে গড়ে ওঠা এই সুরুল রাজবাড়ির পূজো কিন্তু কলকাতার বেশ কিছু বনেদি পরিবারের পূজার সমতুল্য। তবে এই রাজবাড়ির এই পূজার মূলত দুই ভাগে করা হয়। বড় তরফ এবং ছোট তরফ। তবে দুই তরফের পূজোয় কিন্তু এখনও সাবেকিয়ানা বর্তমান। আলাদা ট্রাস্ট রয়েছে। ছোট তরফের বাড়িতে গেলে এখনও সেই পুরনো প্রাচীন টেরোকোটা মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি এই রাজবাড়ির পূর্বপুরুষদের সময় চিহ্নিত করে। এই মন্দিরগুলির কাজ দেখার জন্য বছরুর থেকে মানুষজন এখানে ঘুরতে আসেন। কৃষ্ণহরির পুত্র শ্রীনিবাস ৫ বিলান বিশিষ্ট ঠাকুরদালান মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন ১৮ হাজার টাকায়। রথের দিন এখানে কাঠামো পুজা হয়। তারপর শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার

সাধক রামপ্রসাদ



কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করেন চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে

রাধানাথ সিকদার চিরকালই ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবেন তাঁর এভারেস্টের উচ্চতা মাপায়

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮৭০ সালের ১৭ই মে তারিখে রাধানাথ শিকদারের প্রয়াণের পরে ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই জৈষ্ঠ্য তারিখের ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ‘আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিচ্ছি বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ



ছিলেন। আর তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, তাঁকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার পরে ১৮৭০ সালের ২৩শে মে তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, “Radhanath was a remarkable man and had many qualities.” এবং এর ঠিক চার বছর পরে, ১৮৭৪ সালের ২৬শে মে তারিখে রাধানাথ শিকদারের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বলেছিল, ল্যাটিন গ্রীক ভাষাতেও ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

বাস্তবে রাধানাথ শিকদার সতিই উনিশ শতকের বাংলার বহুগুণ সমন্বিত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বহুগুণের আকর ছিলেন। সেযুগে একদিকে যেমন তিনি তখনকার প্রতিষ্ঠিত অন্ধবিদ্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ক্লাসিক সাহিত্য এবং গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি ছিল। আবার আধুনিক ইংরেজি ভাষার চর্চা ও আবৃত্তিতে নিজের ছাত্রব্রহ্মাভিষে তিনী তাঁর সময়কার বিশিষ্ট অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরে ছিলেন। শুধু এটুকুই নয়, নিজের পরিণত বয়সে বাংলাভাষা বিকৃত হওয়ার নিন্দাবাদে তাঁকে তাঁর প্রাক্তন অনুজ হিন্দুকলেজের ছাত্রদের দ্বারা নিন্দাবাদে জর্জরিত হতে হয়েছিল বলে তিনি কল কাতায় ফিরে এসেই অতি আধুনিক সরল কথা ভাষার প্রচার ও উন্নতি

রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে লেখা জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি ও তাঁর অনুজ শ্রীনাথ শিকদার কলকাতার জোড়াসাঁকোর শিকদার পরিবারের তিতুরাম শিকদারের দুই মাছোড়ী এবং অন্যজন রামচন্দ্র হরচন্দ্র ঘোষ; আর লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, তাঁরা সবাই সেযুগের

নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতে বৃটিশ সরকারের জরিপ বিভাগের কাজে বিশেষ উন্নতি লাভ করে ছিলেন। ১৮১৩ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে রাধানাথের জন্ম হয়েছিল। শৈশবে গুরুঃ মশাইয়ের কাছে পাঠ শেষ করে চিংপুর রোডের ফিরঙ্গী কমল বসুর স্কুলে অধ্যয়ন করবার পরে ১৮২৪ সালে তিনি হিন্দু কলেজের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। শৈশব থেকেই রাধানাথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে ১৮২৭ সালে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে উঠে তিনি সেকালের কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর কাছে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। তবে শুধু ইংরেজি নয়, বাস্তবে ডিরো জিওর শিক্ষা রাধানাথের উপরে এতটাই প্রভাব বিস্তার করতে পেরে ছিল যে, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর আত্মচরিতে ডিরোজিও সম্পর্কে শ্রদ্ধাপ্লুত মনে লিখেছিলেন, ‘ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ

জ্ঞান-লাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উদ্দেশ দিতেন। তাঁহার শিক্ষাওণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমন ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, আজিও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উপায় নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কাব্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের উন্মত্তির নানা জঙ্ঘনায় মধ্যে যৌবন পদাপন্ন করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসত্তিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা যাহা সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না একসলের মূলে ছিলো একমাত্র তিনিই (আর্য দর্শন, কার্তিক, ১২৯১ বঙ্গাব্দ)। ১৮৩১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অন্ত্রিষ্ঠ হিন্দু কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় শুধুমাত্র ছাত্রদের আবৃত্তির ক্ষেত্রেই নয়, বরং সেবছরের তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যেও রাধানাথ জয়পাট করে নিয়েছিলেন। সেই একই বছরে এবিষয়ে অন্য যে দু’জন পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তাঁদের মাছোড়ী ছিলেন রামচন্দ্র হরচন্দ্র ঘোষ; আর লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, তাঁরা সবাই সেযুগের

তদানীন্তনকালে ইংরেজি ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করানোটা সেযুগের শিক্ষা বিভাগের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। তাই তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে এবং কখনো বা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করে এবিষয়ে হিন্দুকলেজের উদ্যোক্তাদের আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তখন এই কাজে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মত রাধানাথ শিকদারও বিভিন্ন ইংরেজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের কাজে ডঃ টাইলার দ্বারা ফেজেট পত্রিকায় লেখা হয়েছিল; লেখকব্রয় নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ গুলি তাহাদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক; তাহাদের যুক্তি ও বিচার ক্ষমতাও বেশ প্রকটিত হইয়াছে।

হিন্দু কলেজের পাঠরত অবস্থাতেই রাধানাথকে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেকালে ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রমুখরা আশা করেছিলেন যে, হিন্দু কলেজের সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেকালে ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রমুখরা আশা করেছিলেন যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই একদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, তাঁরাই দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে জ্ঞানের প্রসার করবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করবেন ও সেখানে নানাদােবে শিক্ষাদান করবেন। তাঁদের এই আশানুসারে পরবর্তীসময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর একজন বন্ধুর সহযোগিতায় নিজের বাড়িতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব সোৎসাহে ছাত্রদের শিক্ষকতা করবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ১৮৩১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় বলা হয়েছিল, হিতৈষী বিদেষীদের হৃদয় পিতা বিদ্যালয় ব্যতিরেকে এদেশে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহাপ্রসঙ্গ হইয়াছে। এরূপে এতদেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়দিগকে মাতার নায় জ্ঞান করবেন এবং স্বদেশীয়দের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাহারা সজ্ঞাত হইয়াছেন। হিন্দুদিগকে বিস্তারিত রূপার্ণ কলিকাতার নানা পল্লীতে স্থাপিত কর্তৃক নানা পাঠশালা ছাপিত হইয়াছে। নিম্নে চিত্র স্থানে ছয়টা পৌৰাণিক পাঠশালা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনশত সতর কল বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

তদানীন্তনকালে ইংরেজি ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলিকে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করানোটা সেযুগের শিক্ষা বিভাগের একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। তাই তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অথবা সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে এবং কখনো বা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করে এবিষয়ে হিন্দুকলেজের উদ্যোক্তাদের আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তখন এই কাজে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মত রাধানাথ শিকদারও বিভিন্ন ইংরেজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের কাজে ডঃ টাইলার দ্বারা ফেজেট পত্রিকায় লেখা হয়েছিল; লেখকব্রয় নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ গুলি তাহাদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক; তাহাদের যুক্তি ও বিচার ক্ষমতাও বেশ প্রকটিত হইয়াছে। হিন্দু কলেজের পাঠরত অবস্থাতেই রাধানাথকে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেকালে ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রমুখরা আশা করেছিলেন যে, হিন্দু কলেজের সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেকালে ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রমুখরা আশা করেছিলেন যে, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই একদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, তাঁরাই দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে জ্ঞানের প্রসার করবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপন করবেন ও সেখানে নানাদােবে শিক্ষাদান করবেন। তাঁদের এই আশানুসারে পরবর্তীসময়ে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর একজন বন্ধুর সহযোগিতায় নিজের বাড়িতে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব সোৎসাহে ছাত্রদের শিক্ষকতা করবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেকালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ১৮৩১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় বলা হয়েছিল, হিতৈষী বিদেষীদের হৃদয় পিতা বিদ্যালয় ব্যতিরেকে এদেশে অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহাপ্রসঙ্গ হইয়াছে। এরূপে এতদেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়দিগকে মাতার নায় জ্ঞান করবেন এবং স্বদেশীয়দের উপকারার্থ যাহা কর্তব্য তাহা তাহারা সজ্ঞাত হইয়াছেন। হিন্দুদিগকে বিস্তারিত রূপার্ণ কলিকাতার নানা পল্লীতে স্থাপিত কর্তৃক নানা পাঠশালা ছাপিত হইয়াছে। নিম্নে চিত্র স্থানে ছয়টা পৌৰাণিক পাঠশালা নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনশত সতর কল বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয় হিন্দু কলেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।

আর এজন্য তখন তাঁর যথেষ্ট নিন্দাও হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, তখন রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিয়ানদের মাতৃভাষায় প্রতি অবজ্ঞার সম্বন্ধে যে কটাক্ষপাত করেছিলেন, সেটা হাত বন্ধলাগেই রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আর খুব সম্ভবতঃ একারণেই রাধানাথ তখন কলকাতায় ফিরেই রামচন্দ্র হরচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে নিজের আরাধ্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, এবং সূদে,আসলে ঋণ শোধ করবার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। এরপরে বাংলা ভাষার চর্চা ও বাংলা সাহিত্যের আশু স্বাভাবিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিজের আধুনিক দৃষ্টির

পাঠকদের দরবার নবদ্বীপের মাস্টার মশাই

রিয়া পোন্দার, নবদ্বীপ
মাস্টার মশাই। নবদ্বীপ শহরের যে কয়েক জন গুণী মানুষ এর মধ্যে অন্যতম ইনি, নাম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বনমালী গোহাঈ দাদু, আমার কাছে পরম শ্রদ্ধেয় সাথে ভালো কথ্য বলছিলেন। এবার ডাক পড়লো মামের, ইনি যেতে চাইছিলেন, ছেলোটা কিছুতেই যেতে দেরে না ওনাকে আগে, আমি বললাম, যাক দাদু মাম পড়ে যাবে। একগাল হেসে বললেন, পোন্দার বাড়ির ঐতিহ্যটা শক্ত হাতে ধরে রাখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে। বললাম, একদিন যেও নতুন ষ্ট্যাটে বললেন, মায়ের মতো করে কফি করে খাওয়াতে পারবি যাবে। তাহলে, বললাম চেষ্টা করতে পারি। সেই সব দিন আর ফিরে আসবে না কোনদিন, তোদের বাড়িতে কীটন পাঠ মহাৎসব কত আনন্দ না করেছি হেড, পুত্র কৃষ্ণনগরের টি এর প্রিন্সিপাল আর নিজে নবদ্বীপ বকুলতলা বিদ্যালয়ের একদা হেড মাস্টার মশাই, ছোট ছাত্র ঘন্টার পর ঘন্টা তত্ত্ব আলোচনা আর তোর দাদু জ্যোতিষদার আভিযোযাত ভোলার নয়। ভালো থাকিস সব সময়, পোন্দার বাড়ি র উত্তরসূরী তো তাদের হাতে নোঙর। ভুলোক এর মেয়ে কল্যাণী বিশ্ব বিদ্যালয়ের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হেড, পুত্র কৃষ্ণনগরের টি এর প্রিন্সিপাল আর নিজে নবদ্বীপ বকুলতলা বিদ্যালয়ের একদা হেড মাস্টার মশাই, বয়স নব্বই এর মেডিকোগোয়া ভবৈ পাউরসূরী মশাই জগৎ জোড়া কৃতি ছাত্রদের মেলা, বললাম একটা টো ডেকে দি শোনারবার পাঠ তরফর করে ছাটা মাথায় এগিয়ে চললেন।

বঙ্গ দেশের পণ্ডিত চৈতন্যদেব পুরীতে অন্তর্ধান রহস্য আজও অজ্ঞাত হয়ে থাকলো

বিশেষ প্রতিবেদক
পুরীর স্বর্ণধারের মোড়ে, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিটা রয়েছে সেখান দিয়েই সমুদ্রের বাঁচে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই চৈতন্য মূর্তি সংজ্ঞায় প্রথম অস্থায়ী দোকান দারকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে মূর্তিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার মূর্তি? মলিন পোশাকের উড়ে



দোকানি অবজ্ঞার সাথে বললেন, ‘চৈতনের’। আমার পরের প্রশ্ন, এখানে কার মহাস্বামী বেশী, জগন্নাথদেব মন্দিরের না চৈতন্যদেবের? প্রশ্নটি শুনে ভদ্রলোক একটি রুষ্ট হলেন মনে হল, আমার রুদ্ধশব্দ সফল হল। উল্টে উনি প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কী কারণে এখানে এসেছেন’? অর্থাৎ বোঝাতে চাইলেন জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যের কারণেই আমি পুরী এসেছি। এরপর আর আমার সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখানি। আমার মনে হল, ওনার এই আপাত নিরীহ প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শ্রীচৈতন্য দেবের মৃত্যু রহস্যের উপাখ্যান। স্বর্ণধারের ডানদিকে একটু এগিয়েই রাস্তাটা দুটোভাগে ভাগ হয়ে

করা, বক্তব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের।

চৈতন্য মৃত্যুরহস্য গবেষক ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের। আজ ৩০ বছর বাদেও প্রয়াত জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু রহস্যাবৃত। খোঁসানী মানুষ যাকে সরাসরি খুন বলে সন্দেহজনক ব্যক্তির শাস্তি চায়, সরকার খাতায় তাইকেই আত্মহত্যা বলে দেখানো হয়েছে। প্রয়াত চৈতন্য গবেষক জয়দেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা চৈতন্যের সমাধির খোঁজে একটি তদন্তমূলক গ্রন্থের প্রথম খন্ডের নাম ‘কঁহা গেলে তোমা পাই’। সেখানে তিনি লিখেছেন, পুরীর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নেহটিকে মনিকোঠার রত্নবেদীর নিম্নেই সমাহিত করা হয়েছিল। একই কথা বলেছেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তার ‘Chaitanya and His Age গ্রন্থে’, যিনি প্রথম স্পষ্ট করে বলেছিলেন, পুরীর মন্দিরের ভেতরে শ্রীচৈতন্যকে খুন করে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন মাসে চৈতন্যের গান গাইতে গাইতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকছিলেন। সেই প্রথম আর শেষ মাস কয়েক ঘটনার জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল, (কোভিড পিরিয়ড বাদে) তারপর চৈতন্যকে আর পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারে অধিকাংশে চরিতকার একমত। শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্যের উদ্ঘাটনের মাই দর্শনদিন মতো বাকী ছিল, এর দশদিন আর যের যের হানি, ‘কঁহা গেলে তোমা পাই’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের ঘরে পৌঁছানোর আগেই ডক্টর জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

সম্পর্ককে দেশের মাটির নিকটবর্তী করবার জন্য কথ্য বাংলাভাষার সহজ সরল ব্যবহারকে তিনি বিভিন্নভাবে এতটাই আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন যে, সেযুগের নারীদের পক্ষেও এটা সহজবোধ্য ও শিক্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। এ

কাজের জন্য নিজের বাল্যবন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহায্যে তিনি ‘মাসিক পত্রিকা’ নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করবার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৬১ সালের ১লা ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয়েছিল; তদ্রূি পত্রিকা সাধারণের বিশেষজ্ঞ স্ত্রীলোকের জন্য ছাড়া হইতাহে, যে ভাষায় আমারদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব তরল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডি সকল পড়িতে পালন পড়িবেন, কিন্তু তর্হাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।

রাধানাথের জীবনীকারদের মতে, এই পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি যেহে সেযুগের সম্বরণের সমাজ সংস্কারের কাজে সাহায্য করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মায়ের রোজনামাচা থেকে জানা যায় যে;বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহবিবাহ, সেযুগের নারীদের দূরবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক ক্রুটি দূরীকরণের বিষয়ে রাধানাথ এই পত্রিকাটিতে তাঁর লেখনী চালিত করেছিলেন। এরপরে ১৮৫৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাড়িতে মহর্ষি বেবেদ্র নাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত “সুহৃৎ সমিতি’র সভায় রাধানাথ সভা হয়ে আলোচনায় যোগদান করেছিলেন। বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল। এরপসঙ্গে ১৫০০ বঙ্গাব্দের ২ই ত্রৈ তারিখে কিশোরীচাঁদ তাঁর রোজনামাচায় লিখেছিলেন, আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বীর বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনায় বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম।

এর আগে হিন্দুকলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় শিক্ষাপ্রসারের দায়িত্ব নিজের কাঁখে নিয়ে রাধানাথ নিজেই যেমন শিক্ষকতা করে ছিলেন, ঠিক তেমনি আরও অনেক কলকাতায় ফিরে এসে নিজের পরিণত বয়সে একাজে তিনি পুনরায় উৎসাহ দেন।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী

আসানসোল জেলা হাসপাতাল যেন বৃদ্ধাশ্রম, সমস্যায় পড়েছেন জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

দূরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৮ মে : আসানসোল জেলা হাসপাতালে এমন রোগীর সংখ্যা অনেক। যাদের পরিবারের লোকেরা কিংবা পাড়া প্রতিবেশীরা নানান রোগে রোগীকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু আর তারা নিতে আসেন নি। হাসপাতালের রেজিস্টারে দেওয়া ঠিকানা এমনকি ফোন নম্বর ভুল। হয়ত আর কখনই এই অসহায় রোগীদের নিয়ে যেতে আসবে না পরিবারের কেউ। আসানসোল জেলা হাসপাতাল যেন বিনা পরায়ার ‘বৃদ্ধাশ্রম’ হয়ে উঠেছে। আর যার ফলে সমস্যায় পড়েছেন জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রোগীদের বেড দখল করে মাসের পর মাস হাসপাতালে পড়ে আছেন বৃহৎ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা। যার ফলে অন্য রোগীরাও পরিষেবা থেকে খানিকটা হলেও বঞ্চিত হচ্ছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর বয়স জনিত কারণে অনেকে এমন আছেন, যাদের বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাও নেই। ফলে উঠে বাথরুম যাওয়ারও শক্তিও নেই অনেকের। বিছানাতেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেনেন। যেহেতু তাদের কাছে টাকা পরস্যও নেই। তাই আয়া রাখার প্রশ্ন ওঠে না। সমস্যা পড়েন নার্সরা। এমনকি অনেক বৃদ্ধ শরীরে জোর নেই। তাদের স্নান করানো, এক বৃদ্ধ বলেন, ‘বাড়িতে সবাই আছে, আমায় কেউ এখনও অবধি নিয়ে যায়নি। কবে নিয়ে যাবে জানি না। আদৌ নিয়ে যাবে কিনা সেটাও জানি না।’ আর একজন বৃদ্ধ বলেন, ‘এখানে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাই। তাও আমায় কেউ নিয়ে যায় না।’

জল কষ্টে ভুগছে বসিরহাট পৌর এলাকার ৭ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের মানুষ

দূরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৮ মে : বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা রয়েছে। জলও আসছে তবে সেই পাঁচপ লাইনের জল ব্যবহারের অনুপযোগী। স্থানীয়দের কথায় এই জল ড্রেনের জল না ব্যবহারের জল বোঝা বড় দায় । সরবরাহকৃত জলের কালো রঙ ও দুর্গন্ধ এই জলকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তুলেছে। স্থানীয়ারা জানান, কল থেকে যখন বালতিতে বা কোন পাত্রে জল নেওয়া হচ্ছে তখনই জলে গ্যাস্‌জা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে , জলে হাত দিলে বা ওই জল গায়ে লাগলেই গুল চুলকাচ্ছে । এলাকার মানুষ জানান, বহুবার স্থানীয় কাউন্সিলর সহ পৌরসভা , এবং PHE দপ্তরে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে এই গরমে চরম জলের কষ্টে ভুগছে এলাকার মানুষ ।এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে এই পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হোক । এই বিষয়ে বসিরহাট পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান সুবীর সরকার বলেন- এই ঘটনাটা আমরা শুনেছি। পাইপলাইনে ফাটল ধরার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে । পৌরসভায় আলোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি ।

দুই যুগ পর স্মৃতি ফিরতেই বাড়ি ফিরছেন লাভপুরের রূপালি হেমব্রম

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ মে : দীর্ঘ প্রায় ২৪ বছর পরে হারিয়ে যাওয়া আদিবাসী মহিলা রূপালি হেমব্রমের খোঁজ মিলল। প্রসঙ্গত ২০০১ সালের ১৬ জুন বীরভূম জেলার লাভপুর থানার লাঘাটা গ্রামের আদিবাসী পাড়ার রূপালি হেমব্রম নিখোঁজ হয়ে যান। সেই সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও মেলেনি তার কোনও হদিস। ইতিমধ্যে তাঁকে মৃত ধরে নিয়ে পার্যৌকিক আচার-অনুষ্ঠান ও সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। অসময়ে ভিয়ারজোর ফোন কল নতুন করে আশার আলো দেখাল রূপালির পরিবারকে। লাঘাটার স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী সুবীর মণ্ডলের মোবাইলে আসে এক আশানা নম্বর থেকে ফোন রাজস্থানের ভরতপুর জেলা থেকে। গুগল ম্যাপে সার্চ করে তারা লাঘাটার এই হোটেলের নম্বর সংগ্রহ করেছে। ফোনে থাকা ব্যক্তি নিশ্চিত হতে চান, এটি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর থানার লাঘাটা গ্রাম কিনা। কথোপকথনের একপর্যায়ে উঠে আসে রূপালি হেমব্রমের নাম। তখন সুবীর মণ্ডল ছবি আদানপ্রদান করেন ও রূপালির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভিডিও কলে কথা হয় রূপালির স্বামী বিশু হেমব্রম ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে। তারা নিশ্চিত করেন, আশ্রমে থাকা মহিলাই রূপালি। জানা গেছে, বর্তমানে রূপালি হেমব্রম রয়েছেন রাজস্থানের ভরতপুর জেলার একটি আশ্রমে। মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় আশ্রমে পৌঁছানোর পর, ধীরে ধীরে নিজের কিছু পরিচয় মনে পড়ে তাঁরা। এই সূত্র ধরেই আশ্রম কর্তৃপক্ষ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এদিকে রূপালির খবর পাওয়ার পরই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকায় রূপালির এক সন্তানের মৃত্যুর পর রূপালিরও প্রয়াণের সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে রূপালির বয়স ৬০ বছরের বেশি।

সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধা জানাতে মহামিছিল জামালপুর ব্লক তৃণমূল কমগ্রসের

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ মে : দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রতিটা ব্লকে দলের পতাকা ছাড়া শুধু জাতীয় পতাকা নিয়ে সাধারণ মানুষদের নিয়ে মিছিল করে ভারতীয় বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে। প্রসঙ্গত পহেলগাঁও ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভারতের বায়ু সেনার দাপটে বিপর্যন্ত হয়ে যায় পাকিস্তান। একের পর এক জঙ্গি বাহী ও পাকিস্তানের এয়ারবেস ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় সেনা। একের পর এক পাকিস্তানের মিসাইল ও ড্রোন আক্রমণ প্রতিহত করেছে আমাদের বীর যোদ্ধারা। শহীদ হতে হয় বেশ কয়েকজনকে। ভারতীয় সেনাদের এই বীরত্ব, সহসিকতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ১৭ ও ১৮ মে দুদিন ব্যাপী সারা রাজ্য জুড়ে চলে সেনাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো। রবিবার জামালপুরের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রক্ত অকিরের সামনে থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ভারতীয়

সেনাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে মিছিল করা হয়। মিছিলে ছিল শুধু জাতীয় পতাকা। মিছিলে পা মেলান বিষয়ক অলক কুমার মলিক, রক্ত সভাপতি মেহমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তারাক আলী মন্ডল, জেলার এস টি সেলের সভাপতি তারক টুটু, জেলা যুব সহ সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, দুই জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সান্তিরা ও শোভা দে সহ সমস্ত প্রধান উপপ্রদান সহ কর্মী সমর্থক ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষ। প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার হাজার মানুষ এই সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মিছিলে পা মেলাল। বিষয়ক বলেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনারা অপারেশন সিঁদূরে যে বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে পাকিস্তানকে শবক শিখিয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সেনাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার সাথে সারা রাজ্যজুড়ে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সম্মান জানিয়ে মিছিল করার নির্দেশ দেন। সেই মোতাবেক তাঁরা আজকের এই মিছিল করেন। মেহমুদ খান বলেন ভারত মায়ের এই বীর যোদ্ধাদের তিনি স্যান্ট টি জানান। যেভাবে এই দুদিনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে শিক্ষা দিয়েছে তাতে সাদা বিশ্বে ভারতের মত সু উজ্জল হয়েছে। ভারত মায়ের দুই বীর সেনাকে সোফিয়া কুরেশি ও বামিকা সিং দুজনের বীরত্ব ভোলাবার নয়। তিনি বলেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই দলের পতাকা ছেড়ে সাধারণ মানুষকে নিয়ে মিছিল করে ভারতীয় সেনাদের সম্মান শ্রদ্ধা জানানো হয়। তিনি নতমস্তকে ভারতীয় সেনাদের প্রণাম জানান।

তুষার চিতার সংখ্যা বৃদ্ধি দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : একজোড়া তুষার চিতাবাঘের জন্ম হল। মন্ত্রী বীরবাহা হুসাদা এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাদের। উভয়েই সুস্থ রয়েছে। শনিবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রজা হয়েছে তাদের। এর মধ্যেই একটি ঝাঁ চিতা ও অন্যটি পুরুষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো - লেপার্ড এর একজোড়া মৃতদান প্রসবের খবরে বন্যপ্রাণ ও পশু প্রেমীদের মধ্যে আনন্দের বার্তা পৌঁছেছে। নতুন তরিয়ে আগমনে খুশির বাতী। গায়ের রঙ সাদা ও কালো রঙের সংযোগ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এই মুহূর্তে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় তুষার চিতাবাঘের স্ত্রীরা বেড়ে হল - ১৩টি।

রোগীদের বের করেও দিতে পারেন না তাঁরা। আবার বেড দখল করে পড়ে থাকার জন্য অন্য রোগীকে সেই বেড দেওয়া যায় না। আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানান, এই সমস্যা বলে বোঝানো যাবে না। পরিবার ছেড়ে দিয়ে গেছে এমন রোগী যেমন আছে, কিছু ভবঘুরে রোগীও আছে। অনেক লোক আত্মীয় সেজে যেমন দিয়ে যায় হাসপাতালে তেমনই অনেক পরিবারের লোকও দিয়ে যায়, তাঁদের সঙ্গে পরে যোগাযোগ করলে আর ফোনে পাওয়া যায় না। এমন অনেক ভবঘুরে পেসেন্ট আছে আমাদের এখানে। তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য অনেক ছোট্টছুটি করতে হয় আমাদের তাতেও কোনও কাজ হয় না। এরফলে আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ি।’ এক অসুস্থ বৃদ্ধ বলেন, ‘আমাকে আমার ভাইপো দিয়ে গেছে। তখন আমার খুব মাথা ব্যাথা করছিল। যখন যোগাযোগ করি তখন বলে এখনও নিয়ে যাওয়ার সময় আসেনি। এখন তাই অপেক্ষা করছি কবে আমায় নিয়ে যায় দেখি...। আমি আমার বড়দার কাছে হিলাম, আমার বাড়ি জঙ্গিপুরে।

এখন এমনি ভালো আছি। ভাইপো আমায় চিত্তরঞ্জন থেকে এনে এখানে ভর্তি করেছে।’ অন্য এক বৃদ্ধ বলেন, ‘বাড়িতে সবাই আছে, আমায় কেউ এখনও অবধি নিয়ে যায়নি। কবে নিয়ে যাবে জানি না। আদৌ নিয়ে যাবে কিনা সেটাও জানি না।’ আর একজন বৃদ্ধ বলেন, ‘এখানে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাই। তাও আমায় কেউ নিয়ে যায় না।’

সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে কোর কমিটির বৈঠকে বার্তা কাজলের

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৮ মে : সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাব্বিশে – বোলপুরে কোর কমিটির বৈঠক শেষে জানানলেন বীরভূম জেলা সভাপিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। কাজল সেখ বলেন, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। আমরা সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। কোর কমিটির বৈঠকে এদিন ঠিক হয় কোনো নেতার কোনো অনুগামী ফেসবুকে দলীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী কোনো মন্তব্য করে পোস্ট করলে দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। উল্লেখ্য, বৈঠক চলাকালীন অপ্রত্যাশিত দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেন। নতুন কোর কমিটি গঠনের পর বেশ কিছু রদলবদল হয়েছে। আহ্বায়ক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বিকাশ রায় চৌধুরীকে। জেলা সভাপতির পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুরত মণ্ডলের মতো কোর কমিটির একজন সাধারণ সদস্য মাত্র। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার চেয়ারম্যান থাকছেন। সেই অর্থে তিনি কোর কমিটির বৈঠক ডাকবেন। অনুরত মণ্ডলের পূর্ব ঘোষিত ২৫, ২৬, ২৭ মে’তে যে কোর কমিটির মহকুমা ভিত্তিক বৈঠক ডাকা হয়, তা অপরিবর্তিত



উপস্থিত ছিলেন অনুরত মণ্ডল, বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাপিতি কাজল সেখ, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সুদীপ্ত ঘোষ ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিংহ। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এতদিন যেভাবে সংগঠন চালাছিল, যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তৃতিতেই আলোচনা হবে। এবার থেকে মাসে দু’দিন করে মহকুমাভিত্তিক কোর কমিটির বৈঠক হবে। দলের নির্দেশ মেনে বৈঠক ডাকার দায়িত্বে এখন থেকে আশিসবাবুরই। উল্লেখ্য, গত দেড় মাসে ধরে কোনও বৈঠক করেনি

বীরভূমের তৃণমূলের কোর কমিটি। ১৯ এপ্রিল সিউড়িতে কোর কমিটির

বৈঠক বসার কথা ছিল। কিন্তু তৎকালীন কোর কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে সেই বৈঠক ডাকেননি। ফলে সেই বৈঠক হয়নি। এবার শুক্রবার তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদলেও বীরভূম জেলা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোর কমিটিতে। বাদ পড়েছেন আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। তিনি এখন কেবলমাত্র কোর কমিটির আলোচনা হবে। এবার নিয়ে তৈরি কোর কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল। শুক্রবার এই দায়িত্ব পেয়েই কোর কমিটির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকের ডাক দেন। রবিবার ছিলো সেই বৈঠক।

রামকৃষ্ণ মিশনে দুঃস্থ ও খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে অভিনব উদ্যোগ আর্ট অফ গিভিং- এর

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৮ মে : সংগঠনের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করতে এক অভিনব উদ্যোগ আর্ট অফ গিভিং-এর। এদিন বিকেলে চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহরের উত্তরাঞ্চল প্রাচীন



মায়াপুর নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মস্থানন্দ ভবনে ২৫ জন দুঃস্থ ও খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে আয়োজিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অর্জনকারী পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি আর্ট অফ গিভিং-এর পক্ষ থেকে ২৫ জন খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠনের জন্য একটি করে খাতা ও কলম তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও দুঃস্থ ও খুদে পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটাতে মিত্তিমুখ করানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রামকৃষ্ণ

মিশন নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ, সহ-সম্পাদক সন্দীপ পাল, সহ-সভাপতি বসুসান্টি মন্ডল ও সাধারণ সদস্য দীপক সাহাকে উদ্ভবীয় পড়িয়ে ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয় আর্ট অফ গিভিং-এর পক্ষ থেকে। রামকৃষ্ণ মিশনের ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিয়ে এতেন এক মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আর্ট অফ লিভিং - এর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান রামকৃষ্ণ মিশন নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ। স্বামী অমরেশ্বরানন্দ বলেন, নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে বহু দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। তাদের মধ্যে অনেকেই মেধাবী। এখানকার পড়ুয়ারা পড়াশুনার পাশাপাশি অঙ্কন, খেলাধুলা সহ অন্যান্য বিষয়েও সমানভাবে পারদর্শী। আর্ট অফ লিভিং - এর অন্যতম সদস্য দিশা কুন্ডু জানান, সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের ২৫ জন পড়ুয়াদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও তাদের হাতে পঠন পাঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি করে খাতা ও কলম তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা আর্ট অফ গিভিং - এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দিশা কুন্ডু, গৌরত দাস সহ অন্যান্য সদস্যগণ।

নদীয়ায় গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ মে : অবৈধভাবে বাংলাদেশে থেকে ভারতে এসে থাকছিলেন। এপাড়ে ধরপাকড় শুরু হওয়ায় ফের বাংলাদেশ ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। সীমান্ত পেরোনার আগেই গ্রেপ্তার তিন অনুপ্রবেশকারী। নদীয়ার ধানতলা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। ধৃতদের আজ রবিবার আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম রূপা বোমম, জেলা খুলনা ও মোহাম্মদ আলম। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ ও খুলনা এলাকায়। জানা গিয়েছে, গত তিন মাস আগে ওই তিনজন দালালদের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে নদীয়ার সীমান্ত দিয়েই ভারতে এসেছিলেন।

শুধু তাই নয়, এদেশের নকল পরিচয়পত্র ও তৈরি করানো হয়েছিল। সেই পরিচয়পত্র নিয়েই তাঁরা অন্য রাজ্যে চলে যান।

পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু হয়। অবৈধভাবে এদেশে থাকা বাংলাদেশিরা গ্রেপ্তার হতে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই তিনজন ফের বাংলাদেশ ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন। শনিবার রাতে ফের নদীয়ায় গিয়ে ধানতলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ ফেরার কথা ছিল। গোপন সূত্রে ধানতলা থানার পুলিশের কাছে খবর যায়, ওই এলাকায় তিনজন ইতস্তত ঘুরে



তিনজনকে পাক ডাও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। একসময় তাঁদের আসল পরিচয় জানা যায়। ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাসকতায় মুক্ত থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজ ধৃতদের রানাঘাট বিচার বিভাগীয় বিশেষ আদালতে তোলা হয়।

লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী

দূরন্ত বার্তা, খয়রাসোল, ১৮ মে : কয়লা, সাদা পাথরের পর এবার খয়রাসোল থানার পুলিশের তৎপরতায় প্রায় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মাদক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম হাসিবুর রহমান। তার বাড়ি সাইথিয়া থানার সাহানগর গ্রামে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন যাবৎ অবৈধভাবে কক্সা,বালি, মূল্যবান পাথর ও বেশ কয়েকটি লরি সহ কয়েকজন পাচারকারীরা ধরা পড়ে খয়রাসোলা থানা পুলিশের হাতে। বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে পাচারকারীরা খয়রাসোল থানার এই পথকে বেছে নেয়। কিন্তু তাঁদের ছক বানচাল করে দিচ্ছে খয়রাসোলা থানার পুলিশ। আজ ভোরবেলায় বিশেষ নজরদারি চালিয়ে এই থানার গোপালপুর মোড়ে ৫ লিটার অবৈধ মাদক সহ এক পাচারকারীকে আটক করে। মালিকের বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এদিন রবিবার ধৃতকে দুরাজপুর আদালতে তোলা হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের স্বার্থে সাতার্দিন পুলিশী হেফাজতের আবেদন করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত

রেলওয়ের

উল্লেখযোগ্য পণ্য

সামগ্রী লোডিং

মালিগাঁও, ১৮ মে : উত্তর-পূর্ব

সীমান্ত রেলওয়ে তার গ্রাহকদের

পরিসেবা প্রদান করতে এবং

প্রান্তীয় ব্যবহারকারীদের কাছে



অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলছে। পণ্য পরিবহনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং গত আর্থিক বছরে ১০.৬৮১ মিলিয়ন টন (এমটি) বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর লোডিং নথিভুক্ত করেছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে এই জোনে সফলভাবে ০.৮৯৫ মিলিয়ন টন (এমটি) লোড করেছে, যা আগের অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.০ বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে। ২০২৫-এর এপ্রিল মাসে কিছু সামগ্রী লোডিংয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। সিমেন্ট লোডিংয়ের বৃদ্ধি ৬.৯ নথিভুক্ত হয়েছে, যেখানে ডলোমাইট লোডিং ৬.৮, সারের লোডিং ৯১.৭, পিওএল ৩১.৮ এবং অন্যান্য সামগ্রী লোডিং ৬৯.৯ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, গত অর্ধবছরের একই সময়ের তুলনায় অন্যান্য সেগমেন্ট - যেমন পাথরের চিপস লোডিংয়ে ৭০ বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন সামগ্রী লোডিং-এর ক্ষেত্রে ২০৬.৭-এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। পণ্য সামগ্রী পরিবহনের ধারাবাহিক বৃদ্ধি এই অঞ্চলে বর্ধিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রতিফলিত করে। এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুধুমাত্র এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করেনি বরং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। ভবিষ্যতে, পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা পণ্য পরিবহনে টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

সমাজ মাধ্যমে দেশ

বিরোধী পোষ্ট, আউশগ্রামে গ্রেপ্তার ১

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ মে : সমাজমাধ্যমে দেশবিরোধী পোস্টের জন্য এক রেল কর্মীকে গ্রেফতার করল আউশগ্রামের গুসকরা ফাঁটির পুলিশ। ধৃতের নাম ইমারুল শেখ ওরফে স্বপন শেখ (৫০), সে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের অন্তর্গত পিচকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার ধৃতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে উদ্দানি দেওয়া ও ভারতের সার্বভৌমত্ব, একা, অখণ্ডতা বিপন্ন করা সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারক ধৃতের তিন দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কণ্ঠ স্বর নকল করে একটি ফেক ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের সময় প্রকাশ্যে পাকিস্তানের কাছে হাতজো। করে ক্ষমা চাইলেন। হাতির রিসায় ও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছবি দিয়ে ওইরকম ভিডিও তৈরী করে ফেসবুকে পোস্ট হয় । মিথ্যা তথ্য পরিস্রবণ করে নিজের ফেসবুক থেকে এই ধরনের দেশবিরোধী পোষ্ট করেন খোদা ভারতীয় রেলের কর্মী ইমারুল শেখ ওরফে স্বপন। পহেলগাঁও সেশ্যন হাউসের পদে পহেলগাঁও সেশ্যন হাউসের পদ ভারতের সেনাবাহিনী প্রত্যাঘাত আনে পাকিস্তানের উপর। ‘অপারেশন সিঁদূর’ এর ধাক্কা বিরহত হয়ে পরে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান। দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেই সামাজিক মাধ্যমে দেশবিরোধী পোষ্টের জন্য বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুধুমাত্র পূর্ব বর্ধমানেই ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জেলার কাটোয়া, গুসকরা, কালনা থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এই ৫ জনকে।

বিবাদের জেরে বাবাকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার ছেলে

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৮ মেঃ বিবাদের জেরে নিজের বাবাকেই শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে উঠল গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, ধৃত অভিযুক্ত ছেলের নাম বিশুজিত দেবনাথ। বাড়ির নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত চর ব্রহ্মনগর এলাকায়। রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে অভিভুক্ত ছেলেকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলার রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করলে, অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত চট ব্রহ্মনগর এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধ সাধন দেবনাথ এর সঙ্গে গুণধর ছেলের বিবাদ দীর্ঘদিনের। অভিযোগ,শনিবার সকালে সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে বৃদ্ধ বাবা সাধন দেবনাথকে মারধর ও শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে ছেলে বিশুজিত দেবনাথ। বিষয়টি নজরে আসতেই স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে আসেন আক্রান্ত সাধন দেবনাথের স্ত্রী। এরপর হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ওইদিন দুপুরে নবদ্বীপ থানায় গুণধর ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখের করে আক্রান্ত বাবা সাধন দেবনাথ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে রবিবার সকালে গুণধর ছেলে বিশুজিত দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।



সেনাবাহিনীর প্রতি সম্মান, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে রবিবার বিকেলে মিছিল হয় হাওড়ার বালিতেও। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন বালির বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি। উপস্থিত ছিলেন পল্টু বণিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন বিকেলে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের বেলুড বাজার নেতাঞ্জি পার্ক থেকে বালি বাদামতলা পর্যন্ত সুবিশাল তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা সহ বর্ধমানে গ্রেপ্তার ইরানের নাগরিক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ মে : ভিসার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও ভারতে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াছিলেন ইরানের এক নাগরিক। বর্ধমানের একটি হোটেল ভাড়া নিতে গিয়ে হোটেল মালিকের সন্দেহ হওয়ায় তিনি বর্ধমান থানার পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে এলো আসল তথ্য। শেষ পর্যন্ত ধরা পরে গেলেন ইরানের নাগরিক মাজিদ মহম্মদ হোসেইনি। বর্ধমান থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বছর পঞ্চাশের মাজিদ মহম্মদ হোসেইনি চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতে এসেছিলেন। তার পাসপোর্ট নং M56707654, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান কর্তৃক জারি করা। তার ভিসার নম্বর VL2746207। কিন্তু তার ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল চলতি মে মাসের ২ তারিখে। এর পরেও তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াছিলেন ভাড়া করা একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ভারতে থাকার বৈধ প্রমাণপত্র দেখাতে পারেননি। তাই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তার গ্রেপ্তারির বিষয়টি কলকাতার ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসকে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। ধৃতের স্ত্রীকেও হোস্টিচসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। রবিবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে তুললে বিচারক তাকে ৪ জুন পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ভারতে ওই ইরানী নাগরিক কিসের জন্য এসেছিলেন এবং তার ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও কেন তিনি ভারতে লুকিয়ে বেড়াছিলেন তা তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে একজন ইরানি নাগরিক কেন অবৈধভাবে ভারতে বাস করছিলেন এবং এর পিছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কানন রয়েছে।

ঝুলন গোস্বামী পারলে, বীরভূমের ছেলে মেয়েরা কেনো নয়? সৌরভ

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৮ মে : শান্তিনিকেতনে পৌরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আছানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। বোলপুর পৌ র স ভ া র উদ্যোগে ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় রবীন্দ্ৰ স্মৃতি বিজড়িত বোলপুর শহরে রবিবার আসেন বাংলার মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলী। আগে নয় মে আসার কাজ থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেন নি। এদিন বোলপুরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। মঞ্চে উঠে তিনি বলেন, এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্ৰ সঙ্গীত নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলি, বাস্কেট, ক্যার্টে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া হলো। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় সি এবি যায়। সি এবি তাদের সাহায্য করে থাকে। সেটাই তাদের কাজ। এদিন ঝুলন গোস্বামী সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদীয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ। এদিন অসিত মাল ছাড়াও, সুদীপ ঘোষ এবং অনুরত মণ্ডলকে ধন্যবাদ জানান বাংলার মহারাজ।

বর্ষার আগে সংস্কারে গতি, দুর্গাপুর ব্যারাজ পরিদর্শনে সচিব

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ মে : বর্ষার আগে কাজ শেষ করতে জেরকদমে চলছে দুর্গাপুর ব্যারাজ সেতুর সংস্কার। রবিবার কাজ খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের সোচ দফতরের সচিব মনীশ জৈন। সঙ্গে ছিলেন দুই জেলার জেলাসাক ও পুলিশ সুপার। ৯৬২ মিটার লম্বা সেতুটি বহুদিন ধরে বেহাল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের টাস্ক ফোর্স। ডাউনস্টিমে তৈরি হয়েছে বিকল্প রাস্তা। ২ মে থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে যান চলাচল। ছোট গাড়ি চালানো হচ্ছে বিকল্প পথে, ভারী যান ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্ষার আগে সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

Office of the Pradhan Freserganj Gram Panchayat under Namkhana Panchayat Samity*Freserganj, South 24 Pgs. Notice Inviting E-Auction:- 03/E-AUCTION/FGP/2025-26 Dated: 17/05/2025 E-Auction is invited by Freserganj Gram Panchayat for Lease Auction for ROOM WITH R.O. PLANT, 20 Ltr - 700 Nos- EMPTY BARRELS and RELATED with property at Bakkhali under Freserganj Gram Panchayat. Submission Start Date 19-May-2025 09:00 AM . Submission End Date 26-May-2025 : 01:00 PM . Auction Start Date 29-May-2025 : 11:00 AM . Auction End Date 29-May-2025 : 02:00 PM . For details Please visit Website https://e.auction.gov.in
Sd/- Pradhan Freserganj Gram Panchayat

ফ্যাশন ও রুপচর্চা

চালের জল বা ভাতের মাড়ে আছে অ্যামিনো অ্যাসিড, যা চুল শক্তিশালী করে



কীভাবে বানাবেন তিনভাবে ‘রাইস ওয়াটার’ বা চাল ধোয়া জল বানাতে পারেন।

১. আধা কাপ চাল দুই কাপ জলেতে ৬০ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রাখুন। ২. ৬০ মিনিট ভিজিয়ে রাখা চালের জল ২৪৪৮ ঘণ্টা ঘরে রেখে ফার্মেন্টেড করেও ব্যবহার করতে পারেন। যখনই গন্ধ বের হবে, বুঝবেন, এখন এটা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এই জল একটা স্প্রে বোতলে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন। ৬. এটা তো সবার জানা, চাল সেদ্ধ করার পর অতিরিক্ত যে জল ফেলে

দেওয়া হয়, সেটিই ভাতের মাদ। আরে এই ভাতের মাদ একটা পাত্রে নিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে ব্যবহার করতে পারেন।

ত্বকের যত্নে ১. ত্বক উজ্জ্বল করেঃ চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ে আছে ভিটামিন বি, সি ও ই, যা ত্বকের কালো দাগ কমিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করে। ২. অ্যান্টি-এজিংঃ চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাদ অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ, যা ফ্রি-র‍্যাডিকেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর ত্বক সজীব রাখতে সহায়তা করে। ৩. প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজারঃ চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাদ ত্বক



কোমল করে, পুষ্টি জোগায়।

৪. অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণঃ ত্বকে র‍্যাশ বা লাল লাল ভাব, ফুলে ওঠার বিরুদ্ধে কাজ করে। ত্বকের

অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ও ওপরের স্তর পরিষ্কার রেখে ব্রণ রুখে দিতেও সহায়ক। কীভাবে ব্যবহার করবেন টোনার হিসেবেঃ মুখ ভালো করে ধুয়েমুছে নিন। এবার চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাদ তুলায় লাগিয়ে তা মুখের সবখানে লাগান। ফেস মাস্কঃ চাল ধোয়া জল বা ভাতের মাড়ের সঙ্গে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। ক্লিনজারঃ ফেসওয়াশের বদলেও ব্যবহার করতে পারেন। ভাতের

মাদ দিয়ে মুখে ম্যাসাজ করুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।

চুলের যত্নে

শুষ্ক ত্বকে দানা দানা হলে বা চামড়া উঠতে থাকলে অ্যালোভেরা ব্যবহার করতে পারেন

গরমে ত্বক ঠান্ডা রাখা অনেকটা মেজাজ ঠান্ডা রাখার মতোই কঠিন। ত্বক ও মনদুটোই এ সময় কারণে অকারণে গরম হয়ে যায়। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও এখন সাধারণ। চুল পড়া, ব্রণ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাগুলোও দেখা যায়। গরমের সময় বাইরের তাপমাত্রা যখন বাড়তে থাকে, শরীরেও সেটার প্রভাব পড়ে। তবে সমাধানও আছে।

গরমে রোমকূপের মুখ খুলে যায়, ফলে ঘাম হয় বেশি। বাইরে বের



হলে যতটা সম্ভব সূরক্ষা নিয়েই বের হতে হবে। ত্বক ঠান্ডা রাখার জন্য বেশি বেশি জল পান করুন, চিলেটোলা পোশাক পরুন, ত্বক ঠান্ডা রাখবে, এমন উপকরণ ব্যবহার করুন। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রয়োজন না হলে রোদে যাবেন না। যদি যেতেই হয়, ছাতা, বাডাতি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাক। আরেকটি হলো কম জল পান করে। কখনো কখনো আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ফ্রিম না

জল দিয়ে স্নান করে বের হোন। চুল বাঁধার আগে ভালো করে শুকিয়ে নিন। এতে দিনের একটা বড় সময় সতেজ বোধ করবেন।

শুষ্ক ত্বকের সমস্যা শুষ্ক ত্বক এ সময় সাধারণ ত্বক হয়ে যায়। বিষয়টি অবশ্যই ভালো। তবে অনেকেরই অভিযোগ করেন, ত্বকে বাডাতি শুষ্কতা দেখা দেয় এ সময়। একটা কারণ, অনেকটা সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে থাক। আরেকটি হলো কম জল পান করে। কখনো কখনো আবহাওয়ার কারণেও এমনটা হতে পারে। গরম ভেবে ত্বকে ফ্রিম না

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বেশি হয় এ সময়। এ ধরনের ত্বকে যেন তেল না জমতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছবি তেলার আগে কিন্তু অনেকেরই চেহারা মুছে নেন, ছবিতে যেন তেল চকচকে চেহারা ফুটে না ওঠে। অন্যান্য সময়েও এই মনোভাব রাখতে হবে। সকালটা শুকু করতে পারেন বরফ ব্যবহার দিয়ে। বড় বোলে বরফ নিয়ে চেহারা ডুবিয়ে রাখার ট্রেন্ডটা জনপ্রিয় করে তুলেছেন অভিনেত্রীরা। বিষয়টি কষ্টকর হলেও উপকারী। ১০ সেকেন্ড করে ৫-৬ বার চেহারা বরফের বোলে ডুবিয়ে রাখুন। ত্বকের সাধারণ সমস্যাসুন্দের একটি হলো রোমকূপ বড় হয়ে যাওয়া। ছিদ্রগুলো বড় হয়ে খোলা থাকলে তেল, ময়লা, ধূলা ঢুকে যায়। বরফে চেহারা ডোবালে এই ছিদ্রগুলোই ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। পাশাপাশি এটা ত্বককে টান টান রাখবে। এই অহা অহা ওয়াটার খেরাপি বলিরেখা রোধেও সহায়তা করে। যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলে

দুপুরের দিকে এ প্রক্রিয়া করতে পারেন। কারণ, এ সময় গরম বেশি থাকে। কোথাও যাওয়ার আগেও বরফের ব্যবহার করতে পারেন। কাপড়ের মধ্যে বরফের টুকরা নিয়ে ত্বকে বোলান। আইস রোলারও ব্যবহার করতে পারেন। এতে ত্বকের রোমকূপগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, মেকআপও ভালোমতো বসবে। জল বেশি থাকে এ রকম ফল খেতে হবে বেশি করে। পেঁট ঠান্ডা থাকবে। শরীরের ভেতরটা ডিটক্স করতে পারলে বাইরের ত্বকও ভালো থাকবে। ভিটামিন সি আছে, এমন ফল ও ফলের রস খেতে পারেন। উপকার পারেন। এ সময় ত্বকের ওপর মধু ব্যবহার করবেন না। এতে ত্বক গরম হয়ে যাবে। বরং মুলতানি মাটি, শসা, অ্যালোভেরা ত্বক ঠান্ডা রাখবে। ত্বকে শসা ব্যবহার করুন। শসা ভালো করে ধুয়ে ফ্রিজে রাখুন। ঠান্ডা অবস্থায় ধরে করে গ্রেট করে নিন। ত্বকের ওপর লাগিয়ে রাখুন। আরাম পাবেন। সংবেদনশীল ত্বক আরাম পাবে। ত্বকের পোড়া দাগ আর মলিনতা দূর করার জন্য আফরোজা পারভিনের পরামর্শ, ঠান্ডা দইয়ের সঙ্গে হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে ত্বকে দিন। টক দইয়ের সঙ্গে পুদিনাপাতা, ধনেপাতা, পিংক সল্ট দিয়ে বানানো শরবতও ভেতর থেকে শরীর ঠান্ডা করবে।

নৌবাহিনীর জাহাজের ধাক্কা, নিহত ২

গুয়াহাটিন, ১৮ মেঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিন ব্রিজের সঙ্গে মেক্সিকোর নৌবাহিনীর একটি বড় প্রশিক্ষণ জাহাজের সংঘর্ষে ২ জন নিহত এবং অন্তত ১৯ জন আহত হয়েছেন। পালতোলা জাহাজটি সেতুর নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটির মাস্তুল সেতুর সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খেয়ে ডেঙে পড়ে বলে জানিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। মেয়র বলেন, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সেতুর সঙ্গে সংঘর্ষের আগে ‘কুয়াওতেমক’ নামের জাহাজটির বিদ্যুৎব্যবস্থা বিকল হয়ে গিয়েছিল। একটি শুভেচ্ছা সফরে যুক্তরাষ্ট্রে আসা জাহাজটিতে ২৭৭ জন আরোহী ছিলেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এ ঘটনার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় ব্রুকলিন ব্রিজের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় জাহাজটির উঁচু মাস্তুল সেতুতে আঘাত করে।

কর্তৃপক্ষ বলেছে, সেতুর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় মাস্তুলের কিছু অংশ ডেকের ওপর ডেঙে পড়ে। সে সময় ডেকের ওপর কয়েকজন নাবিক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরাই আহত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মেয়র এরিক অ্যাডামস লিখেছেন, ‘সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ২৭৭ জন আরোহীর মধ্যে ১৯ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর। দুঃখজনকভাবে আরও ২ জন আঘাতের কারণে মারা গেছেন।’ আগে মেয়র বলেছিলেন, এই সংঘাতে ব্রুকলিন ব্রিজের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। জাহাজ-সেতু সংঘর্ষের সময় কেউ জলেতে পড়ে যায়নি বলেও জানিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা।এর আগে মেক্সিকো নৌবাহিনী থেকে ২২ জন আহত হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছিল। জাহাজটির ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার খবর নিশ্চিত করে তারা বলেছে, ঘটনাটির তদন্ত চলছে। নিউইয়র্ক কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, কুয়াওতেমক জাহাজের দুটি মাস্তুলের ওপরের অংশ ডেঙে পড়েছে। এ ঘটনার পর জাহাজটির সব কর্মীকে খুঁজে পাওয়া গেছে, আহত নাবিকদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের অপারেশন প্রধান বলেছেন, জাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি এবং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় কারণে সেটি সেতুর একটি স্তম্ভের সঙ্গে ধাক্কা খায় বলেই তাঁর বিশ্বাস। নিউইয়র্ক পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্রুকলিন ব্রিজ, ম্যানহাটনের সাউথ স্ট্রিট সমুদ্রবন্দর এবং ব্রুকলিনের ডাঘো এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। কুয়াওতেমক জাহাজটি পরে সেখান থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজটি ২৯৭ ফুট লম্বা ও ৪০ ফুট চওড়া। মেক্সিকো নৌবাহিনী বলেছে, জাহাজটি ১৯৮২ সালে প্রথম সাগরে যাত্রা শুরু করে। এই বছর ৬ এপ্রিল একোপুলকো বন্দর থেকে ২৭৭ জন আরোহী নিয়ে জাহাজটি যাত্রা শুরু করে। সেটির চূড়ান্ত গন্তব্য ছিল আইসল্যান্ড।

কি রকম পোশাক পরলে আরাম পাবেন আপনি

গরমের আছে নিজস্ব কড়া ভাষা। আবহাওয়া দিয়েই বলে দিচ্ছে সকাল থেকে রাত কীভাবে যাপন করবেন। নিয়মের নমন্যচর্চা হলেই পড়তে হচ্ছে অস্বস্তিতে। ঋতু অনুযায়ী পোশাক বেছে নেওয়াটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোশাকের রং আর নকশাও এখানে জরুরি বিবেচ্য। এ সময় দিনের পোশাকের রং হবে এক রকম, রাতের আরেক। তবে কিছু রং আছে, যেগুলো যেকোনো সময়ই মানিয়ে যাবে। যেমন প্যাস্টেল ধাঁচের রংগুলো চোখের আরাম আর মনের প্রশান্তিদুটোই দেবে। এ বছর বিশ্ব ফ্যাশনে হালকা ও গাঢ় রঙের প্যাঁলেট বেছে নেওয়া হয়েছে। আছে বাটার ইয়েলো, গোলাপির নানা হালকা শেড, অহিসি ব্লু, মোকা মুজ, চেরি রেড, সোনালি, রূপালি ইত্যাদি রং। আমাদের দেশের পটভূমিতে চিন্তা করতে গেলেও হালকা রঙের নকশাই এখন ঘুরেফিরে দেখা যাবে। গাঢ় রঙের পোশাক পরলেও সেটার উপকরণ হতে হবে পাতলা বা হালকা। মসলিন, জামদানি, অরগানজা, সুতি বা খাদির পোশাকে দাওয়াতে বা সারা দিন থাকা যাবে ফুরফুরে মেজাজে, স্নিগ্ধতায়। এটি একটি আপসাইক্লিং করা সূতির পোশাক। কাপড় কাটার পর যেসব অতিরিক্ত টুকরা থেকে যায়, সেগুলো জোড়া লাগিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। এ বছরের বেশ কয়েকটি রং পোশাকটিতে চলে এসেছে। এই পোশাকের রঙের বিন্যাসের মাধ্যমে মাটি ও জলের মধ্যকার একটি আন্তরিক সংযোগ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, যেন নদী বা সাগরের পাড়ের হালকা শুকনো রং থেকে ডেজা মাটির রং, তারপর ধীরে ধীরে জলের নীল ছায়াহালকা নীল থেকে গভীর নীল এবং শেষে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই পোশাকে সেই প্রাকৃতিক সম্পর্ক এবং স্তরগুলোর একধরনের বিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। বারি পিংক নয়, একটু ক্যাকাফো, মিষ্টি অনুভূতি দেওয়া হালকা ধাঁচের গোলাপি রংগুলো গরমে আরাম দেবে।

বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব হামাসের

গাজা, ১৮ মেঃ গাজা যুদ্ধবিরতির নতুন এক প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় আরও কয়েকজন আটককে মুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাযোদ্ধা সংগঠন হামাস। শনিবার কাতারের দেহায় নতুন করে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনায় হামাস এই প্রস্তাব দেয়। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজায় নতুন করে বড় ধরনের অভিযান শুরু করার কয়েক ঘণ্টা পর দেহায় আলোচনা শুরু হয়। এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বলেন, হামাস ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি এবং ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে নতুন করে ৯ জন আটককে মুক্তি দিয়ে রাজি হয়েছে। একই ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা আরও বলেন, নতুন প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় প্রতিদিন ৪০০টি ব্রাহবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশের অনুমতি পাবে। চিকিৎসার জন্য রোগীদের গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিনিময়ে ইসরায়েল অবশিষ্ট আটকদের জীবিত থাকার প্রমাণসহ বিস্তারিত তথ্য দাবি করেছে। দেহায় কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় নতুন এই যুদ্ধবিরতির আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল স্থানীয় সময় বিকেলে আলোচনা শুরু হয়। প্রস্তাবিত চুক্তির বিষয়ে ইসরায়েলি এখানে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে আলোচনা শুরুর আগে ইসরায়েলি বলেছিল, তারা গাজা থেকে নোনা প্রত্যাহার করবে না, কিংবা যুদ্ধ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেবে না। প্রস্তাবিত চুক্তিতে এই বিষয়গুলো থাকবে না বলে জানতে পেরেছে বিবিসি।

সন্দেহজনকভাবে কমপক্ষে ৮০ জন শ্রমিক আটক তেলিয়ামুড়ায়

তেলিয়ামুড়া, ১৮ মে ঃ সন্দেহজনকভাবে স্থানীয়দের হাতে আটক কমপক্ষে ৮০ জন অস্থায়ী শ্রমিক। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকায় স্থানীয়দের হাতে আটক হয় ওই শ্রমিকরা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের কাছে খবর আসে রাজনগর এলাকার লোকজন বেশ কিছু শ্রমিককে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে। বহু সংখ্যক শ্রমিক একসাথে আটক হওয়ায় ওই এলাকায় লোকসমাগম বেড়ে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে

তৎক্ষণাৎ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহজনক শ্রমিকদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। থানায় নিয়ে আসার পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, সন্দেহজনকভাবে আটককৃত সেই শ্রমিকরা কোন এক কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজে যুক্ত।

তাদের অধিকাংশের বাড়িই পশ্চিমবঙ্গে বলে তাদের দাবি। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তাদের পরিচয়পত্র যাচাই করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সম্প্রতি ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যে কোথাও যদি অপরিচিত এবং বহিঃরাজ্যের শ্রমিক অথবা বাড়ি ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজের বাড়িতে থাকতে চায় তাহলে তাদের ভারতীয় নাগরিকের উপযুক্ত প্রমাণপত্র সহ একটি ফর্ম ফিলাপ করে নিকটবর্তী থানায় জমা করে রাখার জন্য। কিন্তু সেই জায়গায় একই সাথে অপরিচিত কমপক্ষে ৮০ জন নাগরিক তেলিয়ামুড়া থানা থেকে ঢিল ছুড়া দূরত্বে বসবাস করে আসছে এই খবর হড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কুয়োর জলে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

আগরতলা, ১৮ মে ঃ রাজধানী আগরতলা শহরের চাঁনমারি এলাকায় একটি কুয়োতে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ দুর্ঘটনা বলেই মনে করছে। তবে একটি আত্মতাবরিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জিরি ফাঁড়ির পুলিশ। জিরি ফাঁড়ির ওসি রাজীব বৈদ্য জানিয়েছেন, রবিবার সকালে খবর আসে যে চাঁনমারি এলাকায় একটি কুয়োর মধ্যে দুটি শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সেই মোতাবেক পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, পাশের একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখা গিয়েছে একটি আম জল দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য তারা কুয়োর দূর্ঘটনা ঘটেছিল। আর তাতেই দুর্ঘটনা। কুয়োর জন্য পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত দুই শিশুর নাম প্রমোদজিৎ দেবনাথ (১১) এবং তার বোন প্রিয়াক্ষা দেবনাথ (০৭)।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় দিকে চাঁনমারির বাসিন্দা কৃষ্ণ দেবনাথের ছেলে প্রমোদজিৎ এবং মেয়ে প্রিয়াক্ষা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করেও তাদের হজির পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালে বাড়ির পাশের একটি কুয়োতে তাদের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দেয় পুলিশকে। পুলিশ

মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে, এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বলেন, এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায়, আগরতলা পূর্ব চানমারি এলাকার ভাই-বোন তথা কৃষ্ণ দেবনাথ (১১) এবং মেয়ে প্রিয়াক্ষা দেবনাথ (০৭) এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বিয়োগ ব্যাথা সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করুক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। এই দুঃসময়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করব আমরা।



Name Change
I,Rajia Sulttan (Old Name) S/O- Abdul Latif Sarkar resident of Vill-Moktapur, Po-Raipur, PS- Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742303 do hereby decralate that I have changed my name from Rajia Sulttan to Rijiya Sultana and henceforth I shall be known as Rijiya Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Rijiya Sultana & Rajia Sulttan both are same and one identical person.

Name Change
I, Hifzur (Old Name) S/O- Taleb Ali resident of Vill & Po- Sherpur, PS- Kalachak, Dist-Malda,West Bengal, Pin- 732206 do hereby decralate that I have changed my name from Hifzur to Md Hifjur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Hifjur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berham- pore court on 17/05/2025. My name Md Hifjur Rahaman & Hifzur both are same and one identical person.

Name Change
I, Mafijul Hoque (Old Name) S/O-Md Sirajul Hoque resident of Mahal- darpara, Dingel, Nadia, West Bengal, Pin-741137 do hereby decralate that I have changed my name from Mafijul Hoque to Md Mafijul Hoque and henceforth I shall be known as Md Mafijul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 16/05/2025. My name Md Mafijul Hoque & Mafijul Hoque both are same and one identical person.

Name Change
I, Sekh Hifzur (Old Name) S/O- Taleb Ali resident of Vill & Po-Sherpur, PS- Kalachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732206 do hereby decralate that I have changed my name from Sekh Hifzur to Md Hifjur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Hifjur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/05/2025. My name Md Hifjur Rahaman & Sekh Hifzur both are same and one identical person.

Name Change
I, Devinder Makkar S/o Late Kashmiri Lal Makkar Residing at 27/1A, C.I.T Road, P.o&P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal India shall henceforth be known as Devindra Makkar. I declare that Devinder Makkar and Devindra Makkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-05-2025.

Name Change
I, Mst Ahmida Khatun W/o Hasibur Rahaman Mondal Residing at Ramchandrapur, P.s - Usthi, District - South 24 Parganas, Pin - 743513 West Bengal India shall henceforth be known as Ahmida Bibi. I declare that Mst Ahmida Khatun and Ahmida Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-05-2025.

Name Change
I, Mosarob Hossain Halder S/o Welwar Hossain Halder Residing at Vill+P.o - Malia, P.s - Haripal, District - Hooghly, Pin - 712405 West Bengal India shall henceforth be known as Mosaraf Hossain Halder. I declare that Mosarob Hossain Halder and Mosaraf Hossain Halder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-05-2025.

Name Change
I, Mondira Sarkar D/o Rabi Sarkar Residing at Vill - Mirdanga, P.o - Guptipara, P.s - Balagarh, District - Hooghly, Pin - 712512 West Bengal India shall henceforth be known as Mandira Sarkar. I declare that Mondira Sarkar and Mandira Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-05-2025.

Name Change
I, Robi Sarkar S/o Late Nitai Sarkar Residing at Vill - Mirdanga, P.o - Guptipara, P.s - Balagarh, District - Hooghly, Pin - 712512 West Bengal India shall henceforth be known as Rabi Sarkar. I declare that Robi Sarkar and Rabi Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-05-2025.

Name Change
I, Isma Khatun Tarafder(Old name) W/o-Ikat Ali Shaikh, Resident at, Vill-Dompukur,Po-Dompukur,Ps-Chapra, Dist-Nadia,741123. I have changed my name to Isma Shaikh (New name) I shall be known as Isma Shaikh videaffidavit before the Notry at Berhampore on 16/05/2025 Isma Shaikh and Isma Khatun Tarafder same and one identical person.

Name Change
I,Rabirul Sk (Old name)S/o-Kuddus Sk, Resident at, Vill & Po-Satirata, Ps-Burwan, Dist-Murshidabad,742132. I have changed my name toRabiul Skikh (New name)I shall be known as Rabiul Skikh videaffidavit before the Notry at Berhampore on 16/05/2025 Rabiul Skikh and Rabirul Sksame and one identical person.

জেসিপি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে পানিহাটি খড়দহ অঞ্চলের খেউরার বিলকে

দূরন্ত বার্তা, খড়দহ, ১৮ মে : কেউ বলেন ক্ষেপ্তির বিলা। কেউ আবার বলেন খেউরার বিল। এলাকার ফুসফুস, বিশাল সেই বিলের এখন হাঁসফাঁস অবস্থা। রাতের অন্ধকারে মাটি ফেলে, জেসিপি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে



জেসিপি লাগিয়ে মাটি ফেলে চলছে ভরাটের কাজ। বন্দিপুর পঞ্চায়েতের উপ পৌর প্রধান কৌশিক সাহার বক্তব্য, তিনি যখন এই ব্যাপারটা জেনেছিলেন তখন প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। তারপরে কাজ বন্ধ হয়েছে। আবার যে নতুন করে চালু হয়েছে কিনা তা তার জানা নেই। তবে তিনি খোঁজ নেনে। কৌশিক সাহার দাবি, বিধায়ক শোভন বেনে চট্টোপাধ্যায়কে তিনি ফোন করে এই ভরাট বন্ধ করতে বলেছিলেন। আবার কী করে চালু হল তা তিনি দেখবেন। প্রশাসনিক স্তরে সবাইকে জানাবেন। অপরদিকে বিজেপির তরফ থেকে জানানো হচ্ছে এটা সম্পূর্ণটাই ভূগমূলের মদতে হচ্ছে। ওই অঞ্চলে বা ওই বিল অঞ্চলে অনেক জমি এইভাবে বেরদখল হয়ে গিয়েছে। এবং ভূগমূল নেতারা তার মদত দিচ্ছে। সমস্ত জায়গায় অর্থাৎ প্রশাসনিক দপ্তরে তারা এই ঘটনা নিয়ে সোচ্চার হবেন। পাশাপাশি রাজ্যপালকেও জানানেনো। কারণ এই বিল পানিহাটি ও খড়দহের ফুসফুস।

গামছা শিল্প ছিল এক সময় বসিরহাটের গৌরব, হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্ধকারে

দূরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৮ মে : একসময় ঘোটা ছিল বসিরহাটের গর্ব, আজ তা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কখাটা বললে হয়ত অনেকেই আঁচ করতে পারবেন না - গামছা। হ্যাঁ, এই সামান্য দেখানোর কাপড়টাই ছিল বসিরহাটের এক গৌরবময় শিল্পের নিদর্শন। গামছা শব্দটি যতটা সরল, তার পেছনের প্রম ততটাই জটিল ও শিল্পনির্ভর।



দীঘাগামী যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষ মৃত্যু একজনের, আহত ১৫

দূরন্ত বার্তা, দীঘা, ১৮ মে : দীঘাগামী যাত্রীবাহী এসবিএসটিসি বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে মৃত্যু হল একজনের। জখম কমপক্ষে ১৫ জন। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাবনপুরে ১১৬বি জাতীয় সড়কের উপর। পুলিশ খবর, জাতীয় সড়কের উল্টো দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় দীঘাগামী বাসটির। যার ফলে মৃত্যু হল ওই লরির চালকের। মরে থাকা কমপক্ষে ১৫ জন যাত্রীর আঘাত লেগেছে। আহতদের তমলুক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে এক বাসযাত্রী নিমতার বাসিন্দা মলয় পাল জানিয়েছেন, আমি বাকের ডুইভাড়ের পিছনের সিটে বসেছিলাম। চালক মাঝে মধ্যেই বেপরোয়া গতিতে বাস চালাচ্ছিলেন। বাসের সব সিটে যাত্রী ছিলেন। মগরাঙ্গপুর ওভারব্রিজ পরনের পরই বিকট আওয়াজ হয়। উল্টো দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

বৈদ্যুতিক চুল্লি আবারও অকেজ হয়ে যাবার ফলে বিপাকে পড়ছে সাধারণ মানুষ

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ মে : বৈদ্যুতিক চুল্লি আবারও অকেজ হয়ে যাবার ফলে বিপাকে পড়ছে সাধারণ মানুষ। বালুরঘাট পুরসভার থিয়ারিপুর শশনের চুল্লিতে দাহ বন্ধ করেছে কম্বীরা। মেশিনের সমস্যার থাকার কারণেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে একমাত্র থিদিদিপুর শশনে বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে যে কারণে প্রতিদিন গড়ে দশ থেকে পনেরোটটির মৃতদেহ এই শ্মশানে দাহ করা হয়। পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। ২০১৫ সালে এই বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের ব্যয় ছিল ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকারও বেশি। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে একটি চুল্লি খারাপ থেকেই যায় বলে অভিযোগ। মাঝে মধ্যেই চুল্লি বিকল হয়ে পড়ে এবং তা মেরামত করে তুলতে সময় যায় অনেকটাই। তখন আবার খোলা আকাশের নীচে দাহ করতে হয় শব। বিগত প্রায় এক বছর আগে পুরসভার পক্ষ থেকে ইলেকট্রিক চুল্লিটি প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা দিয়ে সারিয়ে পুনরায় চালু করা হলেও বছর যেতে না যেতেই আবারও নষ্ট হয়ে পড়েছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অপরদিকে বালুরঘাট পুরসভার দাবি, চুল্লির কোন ক্ষতি হয়নি। চুল্লি থেকে নির্গত আবর্জনা থেকেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি তিন মাস অন্তর তা পরিষ্কার করার কথা এবং সেই সময় পান খরচ যাওয়ায় মেশিন থেকে একটা বিজাতীয় আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন টেকনিশিয়ানরা। যে কারণে বন্ধ করা হয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লি। যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন কলকাতা থেকে এসে সার্বসিঁপ করে দিলে আবার পরিষেবা চালু হবে। কক্ষস্রুপ, একইভাবে পরেয়েছে ইলেক্ট্রিক চুল্লি। যা নিয়ে স্কোভ ছড়িয়েছে বালুরঘাট শহরে।

কৃষনগরের শতাব্দী প্রাচীন ও জগৎ বিখ্যাত মিষ্টি সরভাজা ও সরপুরিয়া আজও সমানভাবে জনপ্রিয়

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১৮ মে : একটা সময় ছিল যখন কৃ্ষনগরের পাড়ায় পাড়ায় মাথায় হাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এক ব্যক্তি। তাঁর নাম অধর চন্দ্র দাস। সেই হাড়িতে থাকত নিজ হাতে তৈরি গরম গরম টাটকা অর্পূর্ব স্বাদের মিষ্টি সরভাজা ও সরপুরিয়া। তখনও তিনি জানতেন না, একদিন তার হাতে তৈরী সরভাজা আর সরপুরিয়া বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। স্থানীয়দের মতে বছরটা ছিল আনুমানিক ১৯০০ বা ১৯০২ সাল।

কৃ্ষনগর শহরে একটি ছোট মিষ্টির দোকান চালু করেন অধর চন্দ্র দাস। ওই ছোট দোকান থেকেই শুরু হয়েছিল এক রসনাবিলাসী ইতিহাস। ধীরে ধীরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সরভাজা আর সরপুরিয়ার নাম। এই দুই মিষ্টির এমনই জাদু যে একবার খেলে মনে হয়-স্বাদ যেন মুখে গেঁথে রয়ে যায় চিরদিন।

দুর্গাপুরের পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে জখম শিশু, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ মে : বেশি ছিল যে বাড়ির একাংশ ভেঙে গিয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছে একটি শিশুও। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে

বর্ষার আগেই রাজ্য সড়কের বেহাল দশা! দ্রুত সংস্কারের দাবি মানুষের

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ মে : কোচবিহার সদর শহরে দিয়ে মাঝ দিয়ে গেছে রাজ্য সড়ক ১৬। এই রাজ্য সড়কের একটি অংশের একেবারে বেহাল দশা সামনে উঠে এসেছে। এই পথে চলাচল করতে বারংবার বিপাকে পড়তে হচ্ছে বহু মানুষকে। রাস্তার মাঝে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত। এছাড়াও বৃষ্টির ফলে জল জমে থাকছে সেই সমস্ত গর্তের মধ্যে। ফলে যেকোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকছে সেখানে। মাঝে মধ্যে নতুন বাইক চালকেরা আচমকা বাইকের চাকা গর্তে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার মুখেও পড়ছেন। তাই স্থানীয় ও নিত্যচালাচলকারী মানুষেরা এই পথ দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন। এক ট্রেটো চালক জানান, দীর্ঘ সময় ধরে এই রাস্তার এমন বেহাল দশা। বর্ষা এলে রাস্তার অবস্থা আরোও খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে পিডার্লিউডি রোড ডিভিশন থেকে কিছু পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ হয়। তবে কিছু সময়ের মধ্যে সেটাও নষ্ট হয়। এক বাইক আরোহী জানান, হাইওয়ে হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত গাড়ির ভিড লেগেই থাকে। ফলে যেকোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকছে। তবে এখনোও পি ডব্লিউ ডি রোড ডিভিশনের কোনোও বড় উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এই রাস্তা সংস্কার করাকে কেন্দ্র করে। এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, প্রতিবছর রাস্তা মেরামতির কাজ করা হয়। তবে বছর ঘুরলেই রাস্তার আবার বেহাল দশা হয়ে যায়। এই অবস্থা চাকির বাজার থেকে ঘুমমারি সেতু পর্যন্ত। নিকশি নালার জল রাস্তা ও সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাজ্যে সড়ক রীতিমত ছোট জলাশয়ে পরিণত হয়। এই বিষয়ে পিডব্লিউডি-এর কূর্বিহার ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মুময় দেবনাথ জানান, তিনি বিষয়টি নিয়ে কোনোও প্রকার ভিডিও বাইট দিতে পারবেন না। তবে বিষয়টি ভিত্তিমধ্যেই তার নজরে এসেছে। দ্রুত কাজ শুরু করা হবে। বছরের পর বছর এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। প্রতিবছর সামান্য কাজ করা হলেও সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা হচ্ছে না। ফলে টাকার অপচয় তো হচ্ছেই। সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়েছে ক্রমাগত। এই পথে রোগীর অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যেতেও অনেকটাই অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে। ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার দাবি করেছেন।

কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেন রিচের সেন্ট্রাল হাসপাতালে বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবস পালিত

১৮ মে : বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দি়স উপলক্ষ্যে, কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেন রিচ সেন্ট্রাল হাসপাতাল তার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা পেশাদারদের মধ্যে নিয়মিত রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মোট ৭৫ জন চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে একটি বিশেষ বডি কম্পোজিশন

অ্যানালিইজার ব্যবহার করে একটি ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উন্নত ডিভাইসটি বিএমআই, শরীরের চর্বির শতাংশ, জলের পরিমাণ এবং পেশী ভর সহ বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করেছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে আরও ভাল অন্তর্দৃষ্টি পেতে সহায়তা করেছিল। সচেতনতা অধিবেশনে সিনিয়র চিকিৎসা পেশাদারদের মূল্যবান মতামত তুলে ধরা হয়েছিল। ডাঃ বি. এন. বা, ACHD, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিয়মিত এবং নির্ভুলভাবে রক্তচাপ পরিমাপের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন, দীর্ঘ, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য সঠিক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য বলে জোর দিয়েছেন। পিসিএমডি ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা কর্মক্ষেত্রে চাপ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকল কর্মীদের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করার আহ্বান জানান। মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ শ্রীকুমার বার্তাটি প্রদান করেন যে উচ্চ রক্তচাপ শুরুতেই একটি নীরব রোগ হওয়ায় তা প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা এবং চিকিৎসা করা উচিত কারণ এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতির জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ। আলোচনায় যোগ করে, ডাঃ পি. কে. মজুমদার অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের সাথে সম্পর্কিত জটিলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ডাঃ প্রিয়ান্সা মণ্ডল কীভাবে উচ্চ রক্তচাপ বিশেষভাবে মহিলাদের প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করেন, মহিলা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাঃ মুক্তা মণ্ডল স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের সমাজের স্বাস্থ্যের ব্যয় নেওয়ার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য প্রশাসকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন। অধিবেশনের সমাপ্তি, ডাঃ এ. বেরা সকল স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক যন্ত্রের গুরুত্বকে আরও জোরদার করেন। হাসপাতালের কর্মীরা অধিবেশনের প্রতি সম্ভ্রুতি প্রকাশ করেন এবং এই উদ্যোগের প্রতি প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করেন। এই কর্মসূচিটি কেবল প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তি প্রদান করেনি বরং কর্মীদের তাদের স্বাস্থ্য পরিচালনায় সক্রিয় পদক্ষেপ নিতেও অনুপ্রাণিত করে। সমাপনী বক্তব্যে, ডাঃ বা। সকলকে জন্য একটি স্মরণীয় বার্তা শেয়ার করেনঃ উচ্চ রক্তচাপ এড়াতে উদ্বেজনা থেকে দূরে থাকুন। এই অনুষ্ঠানটি ১৭ মে বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবসে একটি অর্থপূর্ণ উদযাপনকে চিহ্নিত করে এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি এস ই রেলওয়ে কেন্দ্রীয় হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

কৃ্ষনগরের শতাব্দী প্রাচীন ও জগৎ বিখ্যাত মিষ্টি সরভাজা ও সরপুরিয়া আজও সমানভাবে জনপ্রিয়

অধর চন্দ্র দাসের ছোট মিষ্টির দোকানের খ্যাতি শুধু শহরের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে দেশ ও



অসংখ্য খ্যাতনামা মানুষ অধরের মিষ্টির স্বাদ নিতে কৃ্ষনগরে এসেছেন। এমনকি আজও যখন কোনও শিল্পী কৃ্ষনগরে অনুষ্ঠান করতে আসেন, আগেভাগেই বলে রাখেন-অধরের মিষ্টি নেন অবশ্যই থাকে। ১৯৬৯ সালে পরলোকগমন করেন সরভাজা ও সরপুরিয়ার অন্যতম জনক অধর

দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানা এলাকার আরতি গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ হয়। গ্রামের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়ি আছে। সেই বাড়িরই একটি ঘরে বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। দ্রুত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, ওই বাড়িটি লোকালয়ের মধ্যেই অবস্থিত। যদিও বছর দশেক ধরে ওই বাড়িটি পরিত্যক্ত হয়েই পড়ে আছে। বাড়িটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি বলেও জানা গেছে। ওই বাড়িরই কোনও একটি ঘরে মজুত করে রাখা ছিল বোমা। সেই মজুত বোমাই বিস্ফোরণ হয়।

তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, টিনের চাল উড়ে যায়। ভেঙে পড়ে বাড়ির একাংশ। বিস্ফোরণের সময় বাড়ির সামনেই একটি শিশু যোরামুরি করছিল। দেওয়াল ভেঙে ইটের টুকরো ছিটকে গিয়ে তার পায়ে লাগলে সে জখম হয়। স্থানীয়রাই তাঁকে উদ্ধার করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে দুটি তাজা বোমাও উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি। কীভাবে ওই বাড়িতে বোমা রাখা হয়েছিল? স্থানীয়দের নজর এড়িয়ে কি ওই বাড়িতে দৃষ্টান্তীদের আনাগোনা রয়েছে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখাে পুলিশ।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works: 1. NIT No. : KMC/IX/080/016/2025-2026/UTTARAN Name of work : Repairing of latrines at Singer Hatty Uttaran, Khai Bari Uttaran, Alifnagar Uttaran, Panch Pir Uttaran and surrounding areas in Ward No.-80. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 1,49,721.00. Earnest Money: Rs. 3,000.00. Period of Completion: 100 Days.	
2. NIT No. : KMC/IX/080/015/2025-2026/UTTARAN Name of work : Repairing of latrines at Sick Lyn Uttaran, B. B Hall Uttaran, Sonai Uttaran, Brace Bridge Uttaran and Indira Pally Uttaran in Ward No.-80. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 1,99,796.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 100 Days. Last date and time of submission of bid: 29.05.2025 - 12 noon (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on: 31.05.2025 - 12 noon (for sl. no. 1 & 2).	
3. NIT No. : KMC/IX/073/02/2025-2026 (2nd call) Name of work : Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M. H Cover, G.P Cover & Inspection Pit Cover as and when required within 24 hours in Ward No.-73. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 2,00,000.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 365 Days.	
4. NIT No. : KMC/IX/073/06/2025-2026 (2nd call) Name of work : Restoration of bituminous road surface at 39/1 Kalighat Road to 17 Kalighat Road (Charak Danga More) with adjacent kerb channel in Ward No.-73. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 2,06,045.40. Earnest Money: Rs. 4,200.00. Period of Completion: 45 Days.	
5. NIT No. : KMC/IX/075/055/2024-2025 Name of work : Maintenance of UPHC-75 at 2, Nitya Ghosh Street in Ward No.-75. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 3,97,835.76. Earnest Money: Rs. 8,000.00. Period of Completion: 60 Days.	
6. NIT No. : KMC/IX/078/098/2024-2025 Name of work : Repairing of sewer line at 18/2/H/1, Mominpore Road, 5C Bindubasini Street 4/3/4 B.K. Road, 42/H/9, Ekbalpore Lane and different places in Ward No.-78. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): Rs. 2,96,444.23. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 30 Days. Last date and time of submission of bid: 26.05.2025 - 12 noon (for sl. no. 3 to 6). Tender will be opened on: 28.05.2025 - 12 noon (for sl. no. 3 to 6). The bid forms and other details are available on 20.05.2025 (5 p.m.) (for sl. no. 1 & 2) and 16.05.2025 (5 p.m.) (for sl. no. 3 to 6). The website : https://etender.wb.nic.in (for sl. no. 1 to 6).	
The Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works: 1. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/125-26/U Name of work : Maintenance of uttaran sewer system at Ganesh Ghosh Lane, South Tangra Rd., Chowbagha Rd., C N Roy Rd and surroundings in WD-66. Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 1,99,430.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 90 Days. 2. NIT No. : KMC/EEC/VII/57/82/24-25/R Name of work : Painting and repairing works at E.M. By Pass and its surrounding in Br-VII. Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 2,55,927.52. Earnest Money: Rs. 5,200.00. Period of Completion: 30 Days. 3. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/22/25-26/R Name of work : Improvement of bustee passage at 26/C G J Khan Rd and surroundings in WD-66. Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 2,39,621.21. Earnest Money: Rs. 4,800.00. Period of Completion: 30 Days. 4. NIT No. : KMC/EEC/VII/66/8/25-26/R Name of work : Restoration of passage at Kustia Rd, Topsia Rd, P.G Rd and surroundings disturbed by CESC in Ward-66. Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 2,57,359.24. Earnest Money: Rs. 5,200.00. Period of Completion: 30 Days. 5. NIT No. : KMC/EEC/VII/63/2/25-26/R Name of work : Desilting of catch pits and gully pits at Pretoria Street, Outram Street, Short Street, Stuart Lane and other Street/Lane in W/63. Estimated Cost (including GST and CESS): Rs. 2,89,712.50. Earnest Money: Rs. 5,800.00. Period of Completion: 120 Days. 6. NIT No. : KMC/EEC/VII/58/7/25-26/U	

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গরিমা হারাচ্ছে প্রাচীন এই লৌকিক নৃত্য

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৮ মে : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিভিন্ন জায়গায় মুখোশ নাচের প্রচলন রয়েছে এখনও। বিভিন্ন গ্রামে এই নাচ ‘ মুখা নাচ’ বলেই পরিচিত। কুসমুভি, গঙ্গারামপুর, বালুরঘাট সহ জেলার বিভিন্ন দেকস্থানে ও মেলায় এই ধরনের নাচের আয়োজন করেন উদ্যোক্তারা। বিভিন্ন পুজো মন্ডপ থেকে শুরু করে মেলায় স্থানীয় বাসিন্দারা মুখে বিভিন্ন দেব-দেবতা সহ জীবজন্তুর ও সাধারণ মানুষের মুখের আকৃতিতে তৈরি মুখোশ পরে চাকের তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। স্থানীয় লোক সংস্কৃতি অনুযায়ী এই ধরনের নাচের দুটো উদ্দেশ্য এক দেবতাকে তুষ্ট করা, অন্যদিকে অপদেবতাকে বা অশুভ শক্তিকে দূর করা। মূলতঃ, উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর সহ মালদা দেবতা সহ জীবজন্তুর ও সাধারণ মানুষের মুখের আকৃতিতে তৈরি মুখোশ পরে চাকের তালে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। স্থানীয় লোক সংস্কৃতি অনুযায়ী এই ধরনের নাচের দুটো উদ্দেশ্য এক দেবতাকে তুষ্ট করা, অন্যদিকে অপদেবতাকে বা অশুভ শক্তিকে দূর করা। মূলতঃ, উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর সহ মালদা জেলা জুড়েই মুখা নাচের প্রচলন রয়েছে। কোথাও এর নাম গণ্ডীরা তবে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশেষত কুসমুভি, গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, বালুরঘাট ও হিলি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে এই নাচ ‘মুখা নাচ’ বলেই পরিচিত। নানা চরিত্র নিয়ে সেজে উঠা মুখোশ পরবতীকালে এইসব মুখোশ শিশুদের খেলনা হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে গৃহসজ্জার উপকরণ। কিন্তু মুখোশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লৌকিক আবেগ ও জাদুবিশ্বাস মুখোশের আড়ালেই যেন লুকিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এই লৌকিক নৃত্য তার গরিমা হারাচ্ছে। তবে, ব্যতিক্রম বালুরঘাটের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শুভম কুমার মন্ডল। ইতিহাস বিষয় নিয়ে বালুরঘাট কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর বাড়ির মন্দিরে থাকা বিভিন্ন মুখোশ নিজেরই সারিয়ে তোলার ও রং করতে মননিবেশ করেন। এখন থেকেই শুরু। বর্তমানে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে স্থানীয় কিছু কিশোরকে নিয়ে এই নাচের দল তৈরি করেছেন ইতিমধ্যেই। এবিষয়ে শুভম কুমার মন্ডল জানান, কুমারভিার মহিষাথানকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানকার শিল্পীরা জি আই ট্যাগ পেয়ে বিভিন্ন মেলায় গিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের তৈরি করা মুখোশ বাজারে বিক্রি হয়। কিন্তু বালুরঘাট সহ অন্যান্য জায়গায় যে শিল্পীরা আহলেঁ তারা এখনও সেই স্বীকৃতি পাননি। প্রশাসনিকভাবে এই লৌকিক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাদেরও সরকারি সুযোগ-সুবিধার আওতায় আনা উচিত। বর্তমানে তাঁর দলে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন কিশোর ও যুবক রয়েছে। এই সমস্ত কিশোর ও যুবকেরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিভিন্ন কালীর মুখোশ যেমন শ্মশান কালী, শ্যামা কালী, মানসকালী, চামুন্ডা মুখোশ পরে এই ধরনের নাচ অনুষ্ঠিত করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ডাকিনী এবং লৌকিক উপদেবতা মাসনা। যাতে আগামী প্রজন্ম এই সংস্কৃতি থেকে মুখ না ফেরায় তার জন্য প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কারণ ধীরে ধীরে এই ধরনের সংস্কৃতি গুলো গ্রাম বাংলা থেকে মুছে যাচ্ছে।

Office of The Chakpara Anandanagar Gram panchayet
P.O.- Bhattnagar PS-Lilua. Dist-Howrah Pin-711203.
Notice Inviting E tender No. -109/CAGP -111/CAGP/2025
Pradhan invites for and on behalf of the Chakpara Anandanagar Gram Panchayet invites through E-tendering the Seven (7) different works Document download date from 17/05/2025-26/05/2025. Bid Submission and date- 26/05/2025. Bid opening date technical- 28/05/2025.
For details Please visit office of the undersigned or website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-Pradhan,
Chakpara Anandanagar Gram Panchayet

